POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(আলে ইমরান: ৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 45

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 Nov, 2025 14 জামাদিউল আওয়াল-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতার কারণে জামাতে যোগ দিতে দেরি করে, তার নামাজ অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আলোচনার সূচনা হয়েছিল এই বিষয়ে যে, যদি কোনো ব্যক্তি জামাতে (নামাযে) যোগ দেয় সেই সময়ে যখন ইমাম রুকূ' অবস্থায় আছেন, তবে সে ঐ রকআত অর্জন করেছে কি না। এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) অন্যান্য আলেমদের মতামত জানতে চান, এবং বিভিন্ন ইসলামী মতপথের ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হয়। পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং বলেন:

"আমাদের বিশ্বাস হলো, لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-সুরা আল-ফাতিহা পাঠ না করলে নামাজ সম্পূর্ণ হয় না। মানুষ ইমামের অনুসরণে নামাজ পড়ুক বা একাকী নামাজ পড়ুক-উভয় অবস্থাতেই তার জন্য সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য। তবে ইমামের উচিত নয় দ্রুততার সঙ্গে সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা; বরং তাকে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে পাঠ করা উচিত, যাতে মুকতাদী (অনুসারী)গণ) শুনতেও পারে এবং নিজেরাও পাঠ করার সুযোগ পায়। অন্তত প্রত্যেক আয়াত শেষে ইমামের এতক্ষণ বিরতি করা উচিত যে, মুকতাদীও ঐ আয়াতটি পাঠ করতে পারে। যেকোনো অবস্থায়ই অনুসারীদের এমন সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে তারা শুনতেও পারে এবং পাঠও করতে পারে। সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা অত্যাবশ্যক, কারণ এটি 'উম্মুল কিতাব'-গ্রন্থসমূহের জননী।"

"তবে যদি কোনো ব্যক্তি-তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও-নামাজে সময়মতো যোগ দিতে না পেরে কেবল 'রুকূ' অবস্থায় এসে ইমামের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে তার রকআত গণ্য হবে, যদিও সে ঐ রকআতে সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে পারেনি। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 'যে ব্যক্তি রুকূ' পেয়ে গেছে, সে রকআত পেয়ে গেছে।' ধর্মীয় বিধান দুই প্রকারের হয়-কিছু ক্ষেত্রে পবিত্র রসূল (সা.) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক নামাজে সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক, কেননা এটি নামাজের মর্ম এবং কিতাবের ভিত্তি। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং ত্বরার পরও কেবল রুকূ' অবস্থায় গিয়ে ইমামের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তার ক্ষেত্রে, যেহেতু ইসলাম সহজতা ও নম্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, পবিত্র রাসূল (সা.) এ ধরনের ব্যক্তির রকআতকে বৈধ ঘোষণা করেছেন।"

"এমন ব্যক্তি সুরা আল-ফাতিহার আবশ্যকতা অস্বীকার করে না; বরং দেরিতে পৌঁছার কারণে সে একটি রুখসতের (ছাড় বা অনুমোদিত ব্যতিক্রম) বিধান অনুসরণ করে। আল্লাহ আমার হৃদয়কে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, কোনো অবৈধ বিষয়ে আমি অন্তরে সংকোচ অনুভব করি এবং স্বভাবতই তাতে প্রবৃত্ত হই না। স্পষ্টতই দেখা যায়, যখন একজন ব্যক্তি নামাজের তিনটি অংশে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং কোনো অনিবার্য কারণে কেবল একটি অংশে দেরিতে মিলিত হয়েছে, তখন তাতে কোনো দোষ নেই। মানুষের উচিত এই প্রদত্ত রুখসতের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতার কারণে জামাতে যোগ দিতে দেরি করে, তার নামাজ অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।" (মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃ:৯৫-৯৬, ৯৬)

হযরত ঈসা (আ.) একশ কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার বাণী প্রচার করে যান। অবশেষে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় দাফন হন, যেখানে আজও তাঁর কবর বিদ্যমান।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা মু'মিনের এই ব্যাখ্যায় বলেন:

আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পান। অতএব, তাঁর পক্ষে অপর এক দেশে হিজরত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, কারণ সিরিয়া অঞ্চলের দেশ রোমান সম্রাটের অধীন ছিল, যাঁর বিরুদ্ধে তাঁকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হয়েছিল। যদি তিনি সেই ভূখণ্ডে অবস্থান করতেন, তবে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হতো। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন, এবং নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় তাঁকে এমন এক উচ্চ ও নিরাপদ আশ্রয়স্থলে স্থান দিলেন যা শত্রুর নাগালের বাইরে ছিল-যেখানে নির্মল, স্বচ্ছ জলের মনোরম ঝরনাধারা প্রবাহিত হতো। ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানটি ছিল কাশ্মীর-যা তার উৎকৃষ্ট ঝরনা, সজীব প্রান্তর ও মনোরম আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ একে পৃথিবীর জান্নাত বলে অভিহিত করে। কাশ্মীর নামটিই নিজেই এই সত্যের ইঙ্গিত বহন করে যে, মসীহ (আ.) এই ভূখণ্ডে আগমন করেছিলেন। কাশ্মীরি ভাষায় এটির উচ্চারণ কাশির, যা মূলত দুটি হিব্রু শব্দ কাফ ও আশীর দ্বারা গঠিত। কাফ অর্থ "সদৃশ"এবং আশীর হিব্রু ভাষায় "শামের দেশ" বোঝায়। অতএব কাশির শব্দের অর্থ দাঁড়ায় "শামের সদৃশ দেশ।" প্রচলনের কারণে প্রথম স্বরধ্বনিটি লোপ পেয়ে কাশির রূপে অবশিষ্ট থাকে, যা পরবর্তীকালে বিদেশিদের উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়ে কাশ্মীর হয়ে যায়। বিস্ময়ের বিষয় হলো, আজও কাশ্মীরের অধিবাসীরা নিজেদের ভাষায় এ অঞ্চলকে কাশির বলেই উচ্চারণ ও লিখন করে, এবং তারা নিজেদের কাশির লোক বলে পরিচয় দেয়, যেখানে পাঞ্জাবের মানুষ তাদের কাশ্মীরি নামে অভিহিত করে।

তদুপরি, কাশ্মীর নামটি কেবলমাত্র এই অঞ্চলে কোনো এক কালে হিব্রু জাতির বসবাসের সাক্ষ্যই বহন করে না, বরং ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে এক ইসরায়েলি নবী-যিনি তাঁর জাতির মধ্যে "রাজকুমার নবী" নামে পরিচিত ছিলেন-কাশ্মীরে আগমন করেন। তাঁর সমাধি শ্রীনগরের খানইয়ারের মহল্লায় অবস্থিত, যা ইউজ আসাফের কবর নামে প্রসিদ্ধ। আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর গ্রন্থাবলিতে ব্যাখ্যা করেছেন যে ইউজ আসাফ নামটি প্রকৃতপক্ষে ইয়াসু ' আসাফ এর বিকৃত রূপ, যার অর্থ "যীশু, যিনি একত্র করেন।" হিব্রু ভাষায় আসাফ-এর অর্থ -"যিনি নিজের জাতিকে সন্ধান বা একত্র করেন" এবং ইউজ শব্দটি ইয়াসু' (যীশু)-এর পরিবর্তিত রূপ। সুতরাং মসীহ (আ.)-এর এই নামকরণ করা হয়েছিল কারণ তিনি ইসরায়েলের হারানো দশটি গোত্রের সন্ধানে এবং তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে প্রেরিত হয়েছিলেন-সেই সব গোত্র যাদের বখতে নাসার বন্দি করে নিয়ে গিয়ে আফগানিস্তান ও কাশ্মীর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

আল্লাহ তা'লা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে ফিলিস্তিনে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতার ঢেউ ওঠে। অবশেষে সরকার তাঁকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে, যার শাস্তি ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নির্ধারিত হয়। কিন্তু যেভাবে আল্লাহ তা'লা হযরত ইউনুস (আ.)-কে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেভাবেই তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এর পর, যেহেতু মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত কেউ নিজের দেশে নিরাপদে থাকতে পারে না-কারণ যদি সে একবার রক্ষা পেয়েও পুনরায় ধরা পড়লে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়-অতএব তিনি দেশ ত্যাগ করেন। যদিও ফিলিস্তিন থেকে আফগানিস্তান ও কাশ্মীর পর্যন্ত পথটি ছিল অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, তবুও তিনি ঐসব দেশে হিজরত করেন। কুরআন করীমে যেমন বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কাশ্মীরকে তাঁর জন্য দারুল হিজরাহ-অর্থাৎ আশ্রয়স্থল-রূপে নির্ধারণ করেন, যা ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ("শান্তি ও স্বচ্ছ জলের দেশ)-এর পূর্ণ প্রতিফলন ছিল। সেখানে তিনি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

ঐ দেশটি শুধু নির্মল ঝরনা দ্বারা পরিপূর্ণই ছিল না, বরং শীতলতা, উর্বরতা ও সবুজ সজীবতার দিক থেকেও শাম দেশের অনুরূপ ছিল। সেখানে পৌঁছে তাঁর সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়, এবং তিনি একশ কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার বাণী প্রচার করে যান। অবশেষে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় দাফন হন, যেখানে আজও তাঁর কবর বিদ্যমান।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হুনাইনের যুদ্ধের সময় বলেন: তোমরা কি এটা পছন্দ করবে না যে, লোকেরা তো ছাগল, ভেড়া ও উট নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে সৌভাগ্য নিয়ে ঘরে ফিরছ, তা তাদের নিয়ে যাওয়া জিনিসের চেয়ে অনেক উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সা.) আনসারের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্‌! আনসারের প্রতি দয়া করো, আনসারের সন্তানদের প্রতি দয়া করো এবং আনসারের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিও দয়া করো।

মহানবী (সা.) তাঁর উটটির কাছে যান এবং সেটির একটি পশম ছিঁড়ে তা উঁচিয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য হতে এই চুল পরিমাণও (কোনো কিছুর) আমার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র আরবের বিধান অনুযায়ী সেই খুমুস বা পঞ্চমাংশ ছাড়া। আর এই পঞ্চমাংশও আমি আমার নিজের কাজে ব্যয় করি না, বরং তা-ও তোমাদের কাজকর্মের পেছনেই ব্যয় হয়ে থাকে। আর মনে রেখো! আত্মসাৎকারী কিয়ামত দিবসে এই আত্মসাতের কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে লাঞ্ছিত হবে।

আজ থেকে (যুক্তরাজ্যের) আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাও শুরু হচ্ছে। যেহেতু এই বয়সে এসে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণে এ ধরনের ধারণাও (মাথায়) আসে, তাই আনসারকেও আমি এ কথাই বলছি, যদি কারো মনে তার অভিজ্ঞতা ও সেবার কারণে এমন কোনো ধারণা জাগে, তাহলে সে যেন তা (মন থেকে) ঝেড়ে ফেলে এবং আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

হুনাইনের যুদ্ধের বর্ণনা এবং মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

মাননীয় ফহিমুদ্দীন নাসের সাহেব মুবাল্লিগ (রোমানিয়া) এবং মাননীয় আব্দুল আলীম ফারুকি সাহেব (কানাডা)-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

বিদেশে ধর্মের খাতিরে আত্মোৎসর্গ করেছেন- এই দিক থেকে ফহিম নাসের সাহেবের মর্যাদাও একজন শহীদের সমান। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং অসাধারণভাবে পূরণ করেছেন। আমি নিজেও সবসময় তার মুখে হাসি দেখেছি।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (২৬ তবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় হুনাইনের গনিমতের মাল বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য রয়েছে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন এবং মুজাহিদদের তাদের অংশও প্রদান করেন আর পুরো খুমুসের (বা পঞ্চমাংশের) মোটামুটি পুরোটাই তিনি মুআল্লাফাতুল কুলুব (তথা হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার)-এর জন্য কুরাইশ সর্দার এবং অন্যান্য আরব সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কাউকে একশত উট দেন আর কাউকে পঞ্চাশটি উট দেন। অন্যদের এত বেশি পরিমাণে সম্পদ প্রদানের কারণে আনসার কিছু যুবক কষ্ট পায় এবং তারা ভাবে, তাদের সেবা ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা অন্যদের তুলনায় সম্পদ পাওয়ার অধিকার বেশি ছিল। সুতরাং তারা বলা আরম্ভ করে, يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশকে দান করছেন আর আমাদের বঞ্চিত রাখছেন। (অর্থাৎ এই ধারণা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়) অথচ আমাদের তরবারি থেকে সেই শত্রুদের রক্ত ঝরছে।

(বুখারী, কিতাবুল খুমুস, হাদীস-৩১৪৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ; ২৯০]

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে কেউ একথাও বলেছিল যে, যখন অবস্থা কঠিন ও প্রতিকূল হয় তখন আমাদের ডাকা হয়, আর গনিমতের মাল আমাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দেওয়া হয়।

এসব কথার খবর যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি আনসারের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদাকে ডাকেন। কতকের মতে সেই ব্যক্তি হযরত স্বয়ং সা'দই ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর এ বিষয়ে অবগত করেছিলেন। তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذٰلِكَ يَا سَعْدُ অর্থাৎ, হে সা'দ! এ বিষয়ে তোমার অবস্থান কী? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমিও আমার সম্প্রদায়েরই একজন, আমাকেও এ বিষয়টি প্রভাবিত করতে পারে। এতে তিনি (সা.) সা'দকে বলেন, সমস্ত আনসারকে একত্রিত করো। সুতরাং সবাই একটি তাঁবুতে সমবেত হয়। কিছু মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত হন। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি শুধু আনসারকে ডেকেছি; আর মুহাজিরদের সেখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারকে সম্বোধন করে বলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের পক্ষ থেকে যে কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে- তা কী? আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর এ কথায় আনসারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের বুদ্ধিমান লোকদের মাঝে কেউ এমন কোনো কথা বলে নি। তবে কিছু আবেগপ্রবণ যুবক বলেছে, আল্লাহ্‌ মহানবী (সা.)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশের প্রতি অনুগ্রহ করছেন আর আমরা তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়েছি; অথচ আমাদের তরবারি থেকে সেই শত্রুদের রক্ত ঝরে পড়ছে। তিনি (সা.) আনসারের প্রতি কৃত অনুগ্রহ ও দয়ার উল্লেখ করে আনসারের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আনসার! আমি যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তখন কি আমি তোমাদের পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাই নি? অতঃপর আল্লাহ্‌ আমার মাধ্যমে তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আর তোমরা বিক্ষিপ্ত ও দ্বিধাবিভক্ত জাতি ছিলে এবং একে অপরের শত্রু ছিলে; আল্লাহ্‌ আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তোমরা দরিদ্র ও অভাবী ছিলে, আল্লাহ্‌ আমার কারণে তোমাদের সম্পদশালী ও ধনী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যে কথাই বলতেন, আনসার তার উত্তরে বলতেন: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمَنُّ অর্থাৎ, এসব আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের অনুগ্রহ। তিনি (সা.) আনসারের পক্ষ থেকে এ উত্তর শুনে বলেন, তোমরা আমাকে উত্তর দিচ্ছো না কেন? তারা বলেন, হে আল্লহর রসূল (সা.)! আমরা কী উত্তর দেবো? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা চাইলে আমাকে এ উত্তর দিতে পারো আর তোমাদের কথা সত্য হবে এবং তোমাদের কথা স্বীকৃত হবে। তোমরা বলতে পারো যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল এবং অস্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। আর

আপনি নিঃসঙ্গ ও অসহায় ছিলেন এবং লোকেরা আপনাকে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। তারা আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার ওপর বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বভার ছিল আর আমরা আপনার দুঃখ লাঘব করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ কথা শুনে কোনো আনসার কথা বলেন নি। সবাই মাথা নীচু করে তাঁর (সা.) কথা শুনছিলেন এবং লজ্জিত ছিলেন। তিনি (সা.) আনসারকে এটিও বুঝিয়ে বলেন, তিনি কেন কুরাইশের সাথে এমন আচরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা তো পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং ইসলাম ও ঈমান তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরাইশের অধিকাংশ লোক মক্কা বিজয়ের সময় নওমুসলিম ছিল। বরং অনেকে এমন ছিল যারা তখনও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয় নি। আর পুরাতন মু'মিনদের তুলনায় এই নওমুসলিমরা আত্মীয়তার সম্মান পাওয়া ও অনুগ্রহ লাভের বেশি হকদার ছিল, যেন ইসলাম তাদের অন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর কুরাইশ এজন্যও এই অনুগ্রহের হকদার ছিল যে, বহু যুদ্ধে তাদের অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনস্তুষ্টি করা যেন তারা পুরোপুরি ইসলাম ও ঈমানের গণ্ডিতে চলে আসে।

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি এটা পছন্দ করবে না যে, লোকেরা তো ছাগল, ভেড়া ও উট নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে সৌভাগ্য নিয়ে ঘরে ফিরছ, তা তাদের নিয়ে যাওয়া জিনিসের চেয়ে অনেক উত্তম।

তিনি (সা.) বলেন, যদি লোকেরা একটি উপত্যকা বা গিরিপথে চলে এবং আনসার অন্য উপত্যকা বা গিরিপথে চলে, তাহলে আমি আনসারের সাথেই চলতে পছন্দ করব। অর্থাৎ আমি আনসারের দলে যুক্ত হবো। তিনি বলেন, লোকেরা আমার বাইরের পোশাক আর আনসার আমার ভেতরের পোশাক, অর্থাৎ যে কাপড় শরীরের সাথে লেগে থাকে।

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, হে আনসার! আমার পর তোমরা অন্যদের তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার পেতে দেখবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরবে, যতক্ষণ না হাউযে কাউসারে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎ হবে। আর নেতৃত্ব তোমাদের লাভ হবে না। শেষে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আনসারের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ্! আনসারের প্রতি দয়া করো, আনসারের সন্তানদের প্রতি দয়া করো এবং আনসারের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিও দয়া করো।

বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এ ভাষণ দিচ্ছিলেন আর আনসার ক্রন্দনরত ছিলেন, এমনকি তাদের শ্মশ্রু অশ্রুতে ভিজে যায়। আর তারা এ কথাই বলতে থাকেন- رَضِيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর বণ্টন ও আমাদের প্রাপ্ত অংশে মনে প্রাণে সন্তুষ্ট।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল খুমুস, হাদীস-৩১৪৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৯৩-২৯৪]

অনেক সময় অসাবধানে বলা কথা সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। যদিও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর বণ্টনে আনসার যুবকরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল, তবে সবাই তা করে নি। কিন্তু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে এটি এমন অসন্তোষজনক বিষয় ছিল যে, আনসারকে চিরকাল এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর কাছে আসে, ঈমানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে যাদের দৃষ্টি তখনও জগতের দিকেই ছিল। এরপর এক যুদ্ধে কিছু ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলে মহানবী (সা.) সেই ধনসম্পদ ঐ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এক আনসারী যুবক কোনো এক বৈঠকে বলে বসে, আমাদের তরবারি থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে আর মহানবী (সা.) ধনসম্পদ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের দিয়ে দিয়েছেন। এ কথা তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি আনসারের জ্যেষ্ঠ নেতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কানে এমন কথা পৌঁছেছে। (তখন) আনসার কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, এটি কোনো নির্বোধের কাজ। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসার! এমনটি নয়। তোমরা বলতে পারো, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই সময় আশ্রয় দিয়েছিলাম যখন কেউ তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছিল না এবং তাঁর শহরের লোকেরা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। এরপর তাঁর জন্য সম্মান ও বিজয় ছিনিয়ে আনলে তিনি ধনসম্পদ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বিতরণ করে দেন। তখন আনসার অঝোরে কাঁদে আর বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এমন কথা বলি না। তারপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা এই কথাটি অন্যভাবেও বলতে পারো আর তা এভাবে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন মক্কার সন্তান, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মদীনায় নিয়ে যান; অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতাবলে তাঁর জন্য মক্কা জয় করেন। সেসময় মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল, তাদের সন্তান তারা ফিরে পাবে, কিন্তু মক্কাবাসীরা ভেড়া-ছাগল নিয়ে যায় আর মদীনাবাসীরা আল্লাহ্‌র রসূলকে নিয়ে তাদের শহর অভিমুখে চলে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদিও একথা একজন নির্বোধের মুখ থেকে বের হয়েছে, কিন্তু এর কারণে তোমরা আর এই জগতের শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। এখন তোমাদের সেবার প্রতিদান তোমরা হাউযে কাউসারেই পাবে। তিনি (রা.) বলছেন, দেখো! ইতিহাস সাক্ষী, তেরো শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে এবং চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হচ্ছে, [বরং সেটিও এখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে;] এই দীর্ঘ সময়ে প্রতিটি জাতিই ইসলামের বদৌলতে বাদশাহ্ হয়েছে, কিন্তু কোনো আনসারী বাদশাহ্ হতে পারে নি। কাজেই, কখনো কখনো একজনের কথা গোটা জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭২৮, প্রদত্ত-৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা তাঁর খুতবায় বর্ণনা করেন এবং এটি উল্লেখ করে জামা'তকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের জন্য তেমনই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি সেসময় ছিল। তিনি বলেন, যারা কোনো পদ লাভের অথবা সম্পদ ইত্যাদি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, তারা যেন কখনও আমার ডাকে অর্থাৎ যুগ-খলীফার আহ্বানে কুরবানী করতে না আসে। বরং তাদের আসা উচিত যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে কুরবানী করে। কেননা আমি তো নিজেই দুর্বল ও অসুস্থ মানুষ; আমি কারো অনুগ্রহের বোঝা বইতে পারব না। বস্তুত আমি নিজের জন্য চাই না। যে আল্লাহ্ তা'লার জন্য দেয়- সে দিক; আল্লাহ্ তা'লাই তার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর আস্থা রাখা উচিত। তিনি চাইলে এই জগতেই দিতে পারেন অথবা তিনি চাইলে পরকালে দেবেন। যাহোক, যে নিষ্ঠার সাথে কুরবানী করে, তার কুরবানী বৃথা যায় না। মু'মিনের কুরবানীকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। অতএব, কুরবানীকারী তারাই যারা আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিপটে রাখে, জগৎকে নয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭২৮-৭২৯, প্রদত্ত-৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

কাজেই সর্বদা কুরবানী ও পদলাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, তবেই তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত পুরস্কাররাজি লাভকারী হবে। এক বয়সে উপনীত হয়ে জামা'তের সদস্যদের মধ্যেও এই ধারণা জন্মায় যে, আমাদের এত অভিজ্ঞতা আছে, আমরা এত কাজ করেছি; এর পুরস্কার আমাদের পাওয়া উচিত, যা দেওয়া হয় না। তাদের ভাবা উচিত, তারা কি শুধু পার্থিব পুরস্কারই নিতে চায়, নাকি আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হতে চায়?

আজ থেকে (যুক্তরাজ্যের) আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাও শুরু হচ্ছে। যেহেতু এই বয়সে এসে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণে এ ধরনের ধারণাও (মাথায়) আসে, তাই আনসারকেও আমি এ কথাই বলছি, যদি কারো মনে তার অভিজ্ঞতা ও সেবার কারণে এমন কোনো ধারণা জাগে, তাহলে সে যেন তা (মন থেকে) ঝেড়ে ফেলে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

তখন আরবের বেদুইনদের অধৈর্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। গনিমতের সম্পদ বণ্টনের সময় কিছু বেদুইন লোকও মহানবী (সা.)-এর চারপাশে ভিড় জমায় এবং ধনসম্পদ দাবি করতে থাকে। তাদের ভিড়ের কারণে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চাদর একটি কাঁটাযুক্ত ঝোপে আটকে যায় এবং কিছুটা ধাক্কাধাক্কিও হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার চাদরটি তো আমাকে ফেরত দাও! এরপর কাঁটাযুক্ত গাছপালার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই কাঁটার সমসংখ্যক উটও যদি আমার কাছে থাকত তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না। বেদুইনদের এমন অভদ্র আচরণে তিনি (সা.) তাদের কোনো বকাঝকা করেন নি এবং অসন্তুষ্টও হন নি। বরং মুচকি হেসে উত্তমরূপে তাদের তরবিয়ত করেন এবং তাদেরকে ধনসম্পদও প্রদান করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লা (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯]

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভের পর পরাজিত শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জরিমানা এবং রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ধনসম্পদ জড়ো করার পর যে সম্পদ সামনে আসে তা প্রচলিত রীতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর ইসলামী সেনাদের মাঝে

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। **(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

বিতরণ করার (কথা) ছিল। কিন্তু এবার তিনি এসব ধনসম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করার পরিবর্তে মক্কার চতুর্দিকে বসবাসকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তাদের মাঝে তখনও ঈমান বা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নি আর তখনও অনেকেই কাফির ছিল। তাছাড়া যারা মুসলমান ছিল তারাও সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের জন্য এ বিষয়টি একেবারেই নতুন বিষয় ছিল যে, এক জাতি নিজেদের ধনসম্পদ অন্য লোকদের মাঝে বিতরণ করছে। এ ধনসম্পদ বিতরণের ফলে তাদের হৃদয়ে পুণ্য ও খোদাভীতি সৃষ্টি হবার পরিবর্তে কারো কারো মধ্যে লোভলালসা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে ভিড় করে আরো ধনসম্পদের দাবি জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। এমনকি ধাক্কাতে ধাক্কাতে তারা মহানবী (সা.)-কে একটি গাছের কাছে নিয়ে যায়। আর একজন তো তাঁর কাঁধে রাখা চাদরটিকে ধরে এমনভাবে মোচড়াতে আরম্ভ করে যে, তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আমার কাছে আরো কিছু থাকলে আমি তা-ও তোমাদের দিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ বা কাপুরুষ দেখতে পাবে না। এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটটির কাছে যান এবং সেটির একটি পশম ছিঁড়ে তা উঁচিয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য হতে এই চুল পরিমাণও (কোনো কিছুর) আমার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র আরবের বিধান অনুযায়ী সেই খুমুস বা পঞ্চমাংশ ছাড়া। আর এই পঞ্চমাংশও আমি আমার নিজের কাজে ব্যয় করি না, বরং তা-ও তোমাদের কাজকর্মের পেছনেই ব্যয় হয়ে থাকে। আর মনে রেখো! আত্মসাৎকারী কিয়ামত দিবসে এই আত্মসাতের কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে লাঞ্ছিত হবে।

লোকেরা বলে, মহানবী (সা.) রাজা-বাদশাহ্ হবার বাসনা রাখতেন। (বলুন তো!) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক কী এমন হয়ে থাকে ? কারো মাঝে কি এই শক্তি থাকে যে, সে বাদশাহ্‌কে এভাবে ধাক্কা দেবে? বা তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তার শ্বাস রোধ করবে? আল্লাহ্‌র রসূলদের ছাড়া এই দৃষ্টান্ত আর কে দেখাতে পারে? কিন্তু এভাবে সকল ধনসম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার পরও এমন কিছু পাষাণ হৃদয়ের মানুষ ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর এই বিতরণকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন বলে মনে করত না।"

(দিবাচাতফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০,পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

গনিমতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সাধারণ রীতি ছিল, গনিমতের সম্পদ থেকে তিনি 'খুমুস' অর্থাৎ পঞ্চমাংশ পৃথক করে রাখতেন, যা মহানবী (সা.) যেখানে উপযুক্ত মনে করতেন বিতরণ করতেন অথবা ব্যয় করতেন। অবশিষ্ট সাকুল্য (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এর মধ্যে পদাতিক (সৈন্য) ও অশ্বারোহীদের জন্য পৃথক পৃথক অংশ থাকত। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধের গনিমতের সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে যখন কতিপয় আনসারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন বা আপত্তি করা হয় যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে কিছুই দেন নি বরং অন্যদেরকে দিয়ে দিয়েছেন, তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, তিনি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গনিমতের সম্পদ থেকে কিছুই দেন নি? নাকি কেবলমাত্র তাদের (প্রাপ্য) অংশ দিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন? যাইহোক, আমাদের গবেষক দল বলছে, আমরা সীরাতের প্রারম্ভিক এবং নির্ভরযোগ্য পুস্তকসমূহ দেখেছি। কোনোটিতেই পরিষ্কারভাবে এর কোনো উত্তর দেওয়া হয় নি। তবে জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে এটি জানা যায় যে, মহানবী (সা.) সকল অংগ্রহণকারীকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করেছিলেন। প্রত্যেককে চারটি করে উট অথবা চল্লিশটি ছাগল করে প্রদান করা হয় এবং অশ্বারোহীদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয়। এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) লোকদের মনোস্তুষ্টির লক্ষ্যে 'খুমুস' থেকে সম্পদ দান করে থাকবেন। কিন্তু এটিও হতে পারে যে, তিনি (সা.) সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কাউকেই কিছু দেন নি; অর্থাৎ সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, বরং সমস্ত সম্পদ অন্য লোকদের মাঝে প্রীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস ও বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থসমূহেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র একটি উদ্ধৃতি থেকেও এমনটিই মনে হয় যেভাবে এখনই বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এই যুদ্ধসমূহের সমাপ্তিতে সেই সমস্ত সম্পদ যা পরাজিত শত্রুদের অর্থদণ্ড ও যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যাওয়া ধনসম্পদ একত্রিত করার পর সামনে আসে, অর্থাৎ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নিয়মানুযায়ী যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামী সেনাদলের মাঝে বণ্টন করার কথা ছিল কিন্তু তখন মহানবী (সা) তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করে মক্কা এবং তার আশপাশের লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেন। হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, মালে গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় এক মরুবাসী বেদুইন মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় আর বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূর্ণ করুন। মহানবী (সা.) তার কথার উত্তরে বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। সেই বেদুইন বলে, আপনি তো অনেকবার এই কথাই বলেছেন যে, সুসংবাদ গ্রহণ করো, কিন্তু আপনি কিছুই দেন নি, কেবল বলতেই থাকেন। তার এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় মহানবী (সা.) অনেক কষ্ট পান। তিনি (সা.) তার দিক থেকে নিজের পবিত্র চেহারা ফিরিয়ে নেন আর সেখানে দণ্ডায়মান হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত বেলালের দিকে তাকিয়ে বলেন, সে তো সুসংবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সুতরাং এখন তোমরা তা গ্রহণ করো। তারা এ কথা শুনে তাৎক্ষণিক বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি (সা.) পানির একটি পাত্র আনান এবং সেটিতে নিজ হাত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন, এরপর তিনি (সা.) অবশিষ্ট পানি হযরত আবু মূসা আশআরী ও হযরত বেলাল (রা.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা উভয়েই এই পানি পান করে নাও এবং তা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে মেখে নাও। আর সেই সাথে তোমরা আনন্দিত হও। তারা উভয়ে পানির পাত্রটি নিয়ে এমনটিই করেন।

এখানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং মহানবী (সা)-এর বরকতময় সত্তা থেকে আশিস অন্বেষণের এক অদ্ভুত ও ঈর্ষণীয় দৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। লিখিত আছে, পাশের তাঁবুতেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাও অবস্থান করছিলেন। ঘটনা থেকে বুঝা যায়, এ সমস্ত ঘটনা হযরত উম্মে সালামার তাঁবুর নিকটেই হচ্ছিল। তিনি (রা.) পর্দার পেছন থেকে তাদেরকে বলেন, নিজেদের মায়ের জন্যও কিছুটা পানি রেখে দিও। অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) দুইজন সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত বেলালকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেন। সুতরাং তারা হযরত উম্মে সালামার জন্যও পাত্রে কিছু পানি রেখে দেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩২৮) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লা্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০০]

বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় ছাগলের অনেক বড়ো একটি পাল দেখতে পায়। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, এই ছাগপাল আমাকে দিয়ে দিন। তিনি (সা.) কালক্ষেপন না করেই তা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই ছাগলের পালটি নিয়ে তার জাতির কাছে গেল আর বলতে লাগল, হে লোক সকল! তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈমান আনো। তিনি এত অঢেল দান করেন যে, তার দরিদ্রতা ও ক্ষুধার কোনো ভয়ই নেই। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, এই ঘটনাটি সেই সময়েরই একটি ঘটনা। এটি হাদীসে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-২৩১২) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লা্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০০]

যাইহোক, আরো অনেক ঘটনা আছে; ইনশাআল্লাহ্, পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। এখন আমি কিছু প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করছি, যাদের জানাযাও জুমুআর পর পড়াবো।

প্রথমে যার কথা উল্লেখ করতে চাই তিনি হলেন মরহুম ফাহিমুদ্দীন নাসের সাহেব, যিনি রোমানিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, '***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মুসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ হযরত মির্যা ইলম দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কাদিয়ানের নিকটে অবস্থিত একটি গ্রাম লোধি নাঙ্গলের মসজিদের ইমাম নূর মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এসে গ্রামে ঘোষণা দেন, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর তিনি সত্য, তাঁকে মেনে নাও। এরপর পত্রযোগে বয়আতকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে মির্যা ইলম দীনও ছিলেন। ফাহিমুদ্দীন নাসের সাহেব ১৯৯৬ সালের জুন মাসে জামেয়া পাশ করেন, এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তাকে পদায়ন করা হয়েছিল এবং এরপরে কুরআনের তফসীরের ওপরও তিনি উচ্চতর অধ্যয়ন করেছেন। ২০০৬ সালে তাকে রোমানিয়ায় পাঠানো হয় আর আমৃত্যু তিনি সেখানে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, Kolkata**

তার স্ত্রী নাসিরা ফাহিম লিখেছেন, তিনি একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন। আমার অনুভূতি ও আবেগ বোঝানোর জন্য আমার কিছু বলার আগেই তিনি বুঝে ফেলতেন। তিনি খুব দায়িত্বশীল পিতা ছিলেন। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক , তাওয়াক্কুল, ইবাদত, দোয়া, ধৈর্য , সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা, ধর্মের সেবার আগ্রহ ও উৎসাহ, নিজ দায়িত্ব পালনের অনুভূতি এবং নির্ধারিত সময়ে সব কাজ শেষ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত এবং জামা'তী সব কাজের আগে যুগ-খলীফার কাছে চিঠি লিখতেন এবং দিকনির্দেশনা নিতেন। তিনি জামা'তের সদস্যদের এবং নিজের সন্তানদের সর্বদা নিজের কর্মের মাধ্যমে তরবিয়ত করতেন। বোঝানোর পদ্ধতি খুবই ভালো ছিল। সময় মতো নামায আদায়, তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া তার অভ্যাস ছিল। অসুস্থতার সময়ও নামায আদায়ে তিনি মনোযোগী ছিলেন। শেষে যখন অসুস্থতা খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কথা বলাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি ইশারায় বলেছিলেন, কাগজ নিয়ে আসো; আর লিখেছিলেন, ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া, প্রতিটি কষ্ট ও সমস্যায় তাঁর দরবারে মাথা ঝোঁকাবে। তিনি স্ত্রী ও সন্তানের উপদেশ দিয়েছিলেন, যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দুয়ার ছেড়ো না। সবসময় বলতেন, শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে আর আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলো, শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করো। তিনি কখনো বিপদের মাঝে তোমাকে একা ছেড়ে যাবেন না। তবলীগ ও জামা'তের পরিচয় করানোর সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেন নি। জামা'তের পরিচিতি লিফলেট ও ফ্লায়ার সঙ্গে রাখতেন। হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে গেলে তাদেরও তবলীগ করতেন এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, আমি ডাক্তারদেরও তবলীগ করেছি। সবসময় মুখে হাসি থাকত, খুবই মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার চরিত্রের কারণে সবাই তার প্রতি মুগ্ধ হতো। তার মৃত্যুর খবর শুনে মিশন হাউসের পাশের রোমানিয়ান প্রতিবেশীরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছিল, অনেক শোক প্রকাশ করেছিল। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি তার দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি মৃত্যুর দুই দিন আগে শরীর অনেক দুর্বল থাকা ও শ্বাসকষ্ট হওয়া এবং খাবার খাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি জামা'তের চিঠিপত্র লিখতে থাকেন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইলের উত্তর দেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, রোমানিয়ায় যেন জামা'ত শক্তিশালী হয়। আর দেশের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে যথাযথ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। শিশুদের বলতেন, তোমাদের কাজ এবং কর্মপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন তা তবলীগের মাধ্যমে পরিণত হয়। রোমানীয় ভাষায় কুরআন করীম অনুবাদ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। প্রায় দেড় পারা অনুবাদ সম্পন্নও করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যস্ততা থাকার কারণে কাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের অনুবাদও করছিলেন। বিভিন্ন দফতরের স্থানীয় রোমানীয় ব্যক্তিদের সাথে যখনই তিনি সাক্ষাৎ করতেন তখন রোমানীয়রা এ কথাই বলত যে, তার ভাষা অত্যন্ত বিনম্র ও মার্জিত, যেমনটি সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলে থাকে। সেখানকার স্থানীয়রা বলেন, আমরা কোনো অ-রোমানীয় ব্যক্তিকে এতটা সুন্দর ও চমৎকারভাবে কথা বলতে দেখি নি। অনেক চমৎকার ভাষা ছিল তার।

তার মা সাফিয়া বেগম বলেন, মরহুমের নানা এবং নানি উভয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মুরব্বী সাহেব উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। [সবাই এ কথাই লিখেছে।] সদাচরণ, ধৈর্য এবং ধর্মীয় কাজের প্রতি আকর্ষণ আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন। তার মা বলেন, সে অত্যন্ত অনুগত পুত্র ছিল। তার পিতা তার জন্মের পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি একটি শিশু কোলে নিয়ে রেখেছেন আর তাকে দেখছিলেন যে, তার কপালে চাঁদ এবং তারা অঙ্কিত আছে। তার মা বলেন, যখন সে মুরব্বী হলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সে অবশ্যই একদিন সফল হবে। ২০০৬ সালে তিনি রোমানিয়ায় যান। রোমানিয়ার প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। আর তিনি সেখানকার ভাষা শিখেছেন এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিখেছেন। সেখানেই স্নাতক ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন। জামা'তের জন্য অনেক বড়ো বড়ো কাজ তিনি করেছেন। জামা'তকে রেজিস্টারভুক্ত করেছেন, মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ততক্ষণ তিনি শান্ত হতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না দৈনিক কাজ সম্পন্ন করেন।

তার ভাই রাফিউদ্দিন বলেন, মেট্রিক পাশের পর কাউকে কিছু না জানিয়েই নিজ থেকেই জামেয়াতে যান। আর ওয়াকফের দায়িত্ব খুব চমৎকারভাবে পালন করেন, আর সত্যিকার অর্থেই তা পালন করেছেন। ছুটিও নিতেন না কখনও। শুধুমাত্র একবার ছুটি নিয়েছিলেন। (তার ভাই) বলেন, ছুটি সেদিনই নিয়েছিলেন যেদিন তার ছোটো বোন মারা যায়।

তার পুত্র মির্যা লাবীদ বলে, মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার আশঙ্কা হয়, এই কোর্স আদৌ সম্পন্ন করতে পারব কিনা? আমাকে তিনি প্রতিদিন ফোন করে সাহস যোগাতেন। দরূদ শরীফ পাঠ, তাহাজ্জুদ পড়া, দোয়াসমূহ পড়ার হিতোপদেশ দিতেন। পরিশ্রম করার নির্দেশ দিতেন। আর এভাবেই তিনি আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছেন। তার দ্বিতীয় পুত্র দানেশ বলেন, যে ব্যক্তিই তার সাথে একবারের জন্য সাক্ষাৎ করেছে, সে-ই তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে কেঁদে ফেলেছে আর বলেছে, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, অত্যন্ত স্নেহশীল ব্যক্তি ছিলেন।

লাটভিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, মরহুম অত্যন্ত পরিশ্রমী, সচ্চরিত্রবান এবং হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন। তার নম্রতা, বিনয় এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন সবাইকে তার ভক্ত বানিয়ে ফেলত। তার স্বভাবের মাঝে এক বিশেষ ধরনের উদ্যম থাকত। চেহারায় সর্বদা হাসি থাকত। তার দেশ রোমানিয়াতেই অন্যান্য কিছু দেশের ছাত্র পড়াশোনার উদ্দেশ্যে অবস্থানরত ছিল। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন।

তাসভির জাভেদ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, এখন ডাক্তার হয়েছেন; তিনি বলেন, ছাত্রদের আধ্যাত্মিক তরবিয়তের জন্য তিনি রেল বা বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভ্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যেতেন যেখানে আহমদী ছাত্ররা পড়াশোনা করত। জামা'তের অর্থ সাশ্রয়ে তার খুব মনোযোগ ছিল, এমনকি কার্টন ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে নিজেরাই ডায়াস তৈরি করে ফেলতেন যেন জামা'তের অর্থ সাশ্রয় হয়। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করে নামায আদায় করেছেন। অত্যন্ত সহজ সরল ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। আমাদের শিশুদেরও তিনি ভদ্রতা ও নম্রতা শেখানোর চেষ্টা করতেন।

রোমানিয়া থেকে এক ব্যক্তি আযীম রোমান শামস বলেন, পরীক্ষাগুলো খুব কঠিন ছিল, আমার সন্দেহ ছিল আমি পাস করতে পারব কিনা। কিন্তু মুরব্বী সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করতেন, তুমি চিন্তা কোরো না, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আমি তোমাকে এমন কিছু মূল পয়েন্ট বোঝাবো যার ফলে ইনশাআল্লাহ্ তুমি সফল হবে; আর বাস্তবেই তার উপকার হয়।

রোমানিয়ার একজন নও-মুবাঈ আদীল আদ্রিয়ান মুসাত বলেন, আমি যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই, পরদিন তিনি আমাকে জামা'তের এক কাজে সহায়তা করতে বলেন, যার জন্য পাশের শহরে যেতে হবে। আমরা যখন কাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই তখন পথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করতে করতে এক সময় মুরব্বী সাহেব কিছুক্ষণের জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে আমাকে বলেন, আল্লাহ্ না করুন, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি চাই এখানেই আমাকে দাফন করা হোক যেন এটি স্মরণে থাকে যে, আমি এখানে থেকেছি এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি। তারপর তিনি লেখেন, স্বাস্থ্য আরো খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবসময় ল্যাপটপে কাজ করতেন এবং নিজেই একটি চিঠি লিখে তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। সবসময় আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য এবং অন্যদের জন্য বেশি চিন্তিত থাকতেন। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কথা ভাবেন নি।

অতঃপর এই নও-মুবাঈ আরো লেখেন, আমি তাকে নিজের সময় ও ঘুম অন্যদের জন্য উৎসর্গ করতে দেখেছি। সবসময় এজন্য কৃতজ্ঞ থাকতেন যে, তিনি অন্যদের খেদমতের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি কখনো তার মুখে কারো সম্পর্কে সামান্যতম খারাপ কথাও শুনি নি। তিনি কেঁদে কেঁদে কেবল নিজের পরিবারের জন্য নয়, বরং আমাদের রোমানিয়া জামা'ত ও এর সদস্যদের জন্যও দোয়া করতেন। কখনো এক দিনের ছুটিও নেন নি এবং বেশি বিশ্রাম করতেও চান নি; কারণ তিনি বলতেন, নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে জামা'তের যথাসাধ্য খেদমত করাই তার দায়িত্ব, সেজন্য তার ঘুম বা স্বাস্থ্যের যতটা কুরবানী করারই প্রয়োজন হোক না কেন! সবসময় আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতেন। অন্যদেরও প্রচুর দোয়া করতে বলতেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে আস্থা রাখতে উৎসাহিত করতেন।

এই নও-মুবাঈ আরো লেখেন, মুরব্বী সাহেব আমার কাছে কেবল একজন ধর্মীয় শিক্ষকই ছিলেন না, বরং পিতার মতো ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার জন্য একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং খুব ভালো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই হলো একজন মুরব্বীর গুণাবলি- যেগুলো এই নও-মুবাঈ উল্লেখ করেছেন,

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আর এমনই শিক্ষা ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত তবলীগ ও তরবিয়তের পথকে সহজ করে তোলে ও সুফল বয়ে আনে। বিদেশে ধর্মের খাতিরে আত্মোৎসর্গ করেছেন– এই দিক থেকে তার মর্যাদাও একজন শহীদের সমান। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং অসাধারণভাবে পূরণ করেছেন। আমি নিজেও সবসময় তার মুখে হাসি দেখেছি।

মৌলবি উবায়দুল্লাহ্ সাহেব– যিনি মরিশাসে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে গোটা জামা'তকে এ নসীহত করেছিলেন যে, এ ধরনের লোকেরা শহীদের মর্যাদা লাভ করে থাকেন এবং মরহুমের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।(সূত্র: খুতবাতে মাহমুদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৬৩–২৬৪)

নিঃসন্দেহে মরহুম ফাহিম নাসের সাহেবের অবদানও এমনটিই ছিল; আর তা ছিল আদর্শ যা এক শিক্ষা বহন করে, বিশেষভাবে ওয়াকেফে যিন্দেগীদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী, সন্তান এবং মা– সবাইকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় আব্দুল আলীম ফারুকী সাহেবের। তিনি কানাডার অধিবাসী আব্দুর রশীদ ফারুকী সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। মরহুম মূসী ছিলেন। তার মৃত্যু এভাবে হয়েছে যে, তিনজন সশস্ত্র ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে। তিনি নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, স্ত্রী ও তিন সন্তান নীচে ছিলেন। তার পুত্রও নিজের ঘরে ছিল। ডাকাতদল তাদের সবার ফোন কেড়ে নেয়। মরহুম শোরগোল শুনে জাগ্রত হন। একজন ডাকাত তার ঘরে প্র বেশ করে। মরহুম ডাকাতকে ভয় দেখাতে চাইলে সে তার নাকে ও কাঁধে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তখন মরহুম তার পুত্রের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে একজন ডাকাত সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; সে মরহুমকে লক্ষ করে দুটি গুলি চালায়। একটি গুলি মরহুমের হৃদপিণ্ডের কাছে বিদ্ধ হয়ে শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সান্নোরী (রা.) এবং হযরত মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন (রা.)–এর প্রদৌহিত্র ছিলেন। জামা'তের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায এবং তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। ভীষণ উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। স্থানীয় সেক্রেটারি তবলীগ হিসেবে নিজ হালকায় সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ হয়েছে। সম্প্রতি তিনি হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার সহধর্মিণী ছাড়াও এক পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে। মরহুমের আত্মীয় মিশনারি ইনচার্জ যাকারিয়া খান সাহেব লিখেছেন, তিনি অত্যন্ত পুণ্য স্বভাবের এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মরহুমের স্ত্রী তাকে জানান, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। পাঁচবেলার নামায যত্ন সহকারে আদায় করতেন। প্রবল আগ্রহী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। নিজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও দিন–রাত জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

মরহুমের সহধর্মিণী মরিয়ম সাহেবা লিখেছেন, উত্তম স্বামী ছিলেন। তার কাছ থেকে আমি জীবনে বহু কিছু শিখেছি। তবলীগ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তবলীগ করার প্রতি আশ্চর্যজনক ঝোঁক ছিল। সবসময় তবলীগের নিত্যনতুন পরিকল্পনা বের করতেন আর সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা করতেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্কের বিষয়েও তিনি লিখেছেন। প্রতিবেশীদের সাথে, এলাকাবাসীর প্রতি সদাচারী ছিলেন আর সবাই তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। প্রফুল্লচিত্তের দয়ার্দ্র মানুষ ছিলেন। ঘরে সর্বদা বাজামা'ত নামায আদায় করতেন, সন্তানদেরও এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

মরহুমের কন্যা স্নেহের উষমা বলেন, খুঁটিনাটি বিষয়াদি থেকে নিয়ে বড়ো বড়ো সকল প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। সারা দিন হয় নিজের কাজে কিংবা জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাতে ঘুমানোর সময় আমাদের কক্ষে এসে খোঁজখবর নিতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, কীভাবে সময় কেটেছে, নামায প্রভৃতি আদায় করেছি কিনা। নিজের বিষয়েও গল্প করতেন। সর্বোপরি আমাদের সাথে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

মরহুমের পুত্র স্নেহের কাযীম বলেন, আমাদের জন্য আমাদের পিতা অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্। সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হতাম। যেখানেই সুযোগ হতো তবলীগের স্টল খুলে বসতেন। তিনি আমাকে কুরআনও মুখস্থ করিয়েছেন। শাজার ফারুকী সাহেবযিনি এখানে (অর্থাৎ ইংল্যান্ডে) আছেন – মরহুম তার ভাতিজা ছিলেন। তিনিও এগুলো লিখেছেন, মরহুমের সমস্ত গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়, পুণ্যময় স্বভাবের ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আর তিনি উমরাহ পালন করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেখানেও লোকেরা বলেছে, আমরা সর্বদা তাঁকে ইবাদতে মগ্ন ও মনোযোগী দেখেছি যা প্রশংসার যোগ্য। মেয়েদের তরবিয়তের বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি তার পনেরো বছরের মেয়ের ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাকে এখন ফোন দেওয়া উচিত হবে কিনা। পরবর্তীতে তিনি আমার নির্দেশনা পেয়ে সেই অনুসারে কাজ করেন। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম খেয়াল রাখতেন। আবশ্যক চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক তাহরীকগুলোতে উৎসাহের সাথে বেশি বেশি অংশ নিতেন। পাকিস্তানেও তিনি দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য অনেক অর্থ প্রেরণ করতেন।

তার মা লেখেন, আমার সন্তান জামা'তের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিল, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখত। সবকিছুতেই সত্যকে প্রাধান্য দিত। ছোটো–বড়ো সবার সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করত। তবলীগের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রত্যেক রবিবার তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হতো। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ত এবং অন্যদেরও সাহায্য করত। বাজামা'ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সে এতটা আন্তরিকতা রাখত যে, মাঝে মাঝে নিজ কর্মস্থল থেকে আমাকে ফোন করে বলত, আপনি যদি নামায না পড়ে থাকেন তাহলে অপেক্ষা করুন; আমি আসছি, আমরা একসাথে নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার মাতা এবং স্ত্রী–সন্তানদের ধৈর্য ধরার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে তার উত্তম আদর্শ ও পুণ্যময় আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলার তৌফিক দিন।

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫)

****

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

শূন্যপদ: ইলেকট্রিকাল সুপারভাইজার

বিভাগ: নিযামত তামীরাত,কাদিয়ান

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩০ (বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা যেতে পারে)

প্রার্থীকে অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বা ট্রেড কোয়ালিফিকেশন যেমন কোন শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা কারিগরি বিদ্যালয় থেকে) অর্জন করে থাকতে হবে।

***প্রার্থীর একটি বৈধ ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার লাইসেন্স থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর অতিরিক্ত সার্টিফিকেট যেমন সেফটি সার্টিফিকেট, ফার্স্ট এইড/সিপিআর ট্রেনিং সার্টিফিকেট,এবং এইচভি/এলভি সুইচিং অপারেশনস সার্টিফিকেট থাকলে তা অগ্রাধিকার পাবে।**

***প্রার্থীর ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন, মেরামত বা প্রকল্পকাজে অন্তত দুই বছরের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***সুপারভাইজার বা লিড টেকনিশিয়ান পদে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।**

***শিল্প-কারখানার ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, কন্ট্রোল প্যানেল,সুইচগিয়ার, পাওয়া ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ওয়্যারিং ও কনডুইট সিস্টেম-এ কজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইলেকট্রিশিয়ান বা টেকনিশিয়ানদের একটি দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর ইলেকট্রিক্যাল কোড ও সেফটি স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন।**

***ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং ও ব্লুপ্রিন্ট পড়া ও বুঝতে সক্ষমতা থাকা আবশ্যক।**

***ইলেকট্রিক্যাল সমস্যার ট্রাবলশুটিং সংক্রান্ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর ভাল যোগাযোগ দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে।**

***প্রার্থীকে শারিরীকভাবে সুস্থ, নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে সৎ, ভদ্র ও মার্জিত আচরণসম্পন্ন হতে হবে, এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সহনশীল ও নম্র আচরণ বজায় রাখতে হবে।**

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী

১) সাপ্তাহিক বদর পত্রিকায় প্রকাশিত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলোই বিবেচিত হবে।

২) আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে, যা তাদের জেলার আমীর/স্থানীয় আমীর/ জামাতের প্রেসিডেন্ট/ মুবাল্লিগ ইনচার্জের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ প্রেরণ করতে হবে।

৩) সাক্ষাতকারে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নূর হাসপাতাল, কাদিয়ান-এ মেডিকেল টেস্ট করাতে হবে। শুধুমাত্র নূর হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক সুস্থ ও সক্ষম ঘোষিত প্রার্থীরাই সেবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

৪) কাদিয়ানে যাতায়াত ও চিকিৎসা সনদের সকল ব্যায় প্রার্থীকে নিজে বহন করতে হবে।

৫) সাক্ষাতকারের সময় মূল শিক্ষাগত সনদপত্র সঙ্গে আনা আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য: সাক্ষাতকারের তারিখ প্রার্থীদের পরে জানানো হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন

Office: 01872-501130

Mobile: 9682587713, 9888232530, 9682627592

Email:diwan@qadian.in

আহমদীদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা মানুষের হৃদয় জয় করব– বরং ইতিমধ্যেই করছি। একদিন বিশ্ব দেখবে যে ইসলামই সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ ও শান্তি–দাতা ধর্ম। এটাই ইসলামের ভবিষ্যত। ”

প্রত্যেক নবী ও ধর্মপ্রবর্তক দুইটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন; প্রথমত, মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত করা; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যদি এ সত্য হয়, তবে যে কেউ – খ্রিষ্টান, শিখ, হিন্দু, জরথুস্ত্রি বা বৌদ্ধ– নিজ ধর্মের আসল ও খাঁটি শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে, সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথে রয়েছে।”

কুরআন জিহাদের অনুমতির স্পষ্ট কারণ বর্ণনা করেছে। যখন সেই কারণ বিলুপ্ত হয়, তখন অর্থও পনুঃনির্ধারিত হতে হবে– এই কারণেই সংস্কারকের আগমণ অবধারিত ছিল, এবং তিনি ইতিমধ্যেই আগমণ করেছেন। আলেমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের মঞ্চ ও জাগতিক অবস্থান হারানোর আশঙ্কা করে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: “মানুষ জিহাদ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি কী মত দেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: “এ বিষয়ে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অন্যান্য মুসলমানরা –উগ্রপন্থীসহ– শসস্ত্র জিহাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সহিংসতা। কিন্তু আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে এই যুগে সশস্ত্র জিহাদের কোন স্থান নেই, বরং কলমের জিহাদ আছে– অর্থাৎ প্রচার ও যুক্তির জিহাদ, যা ‘বৃহত্তর জিহাদ’ নামে পরিচিত। আজকের দায়িত্ব হল যুক্তি ও সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচার করা, সহিংসতার মাধ্যমে নয়।”

“নিপীড়নের মুখেও কখনো আমাদের শান্তির মিশন স্তব্ধ হয় নি। পাকিস্তানে কয়েক দশক ধরে আহমদীরা কঠোর নির্যাতনের শিকার, তবুও আমরা আমাদের বার্তা ও উদ্দেশ্য ত্যাগ করি নি– এই অবিচলতাই আমাদের প্রকৃত বিজয়।”

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর (২০১৩)

হুযুর আনোয়ারের (আই.)–এর সাক্ষাতকার প্রকাশ

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল হুযুর আনোয়ার–এর সঙ্গে তাদের সংবাদদাতার গৃহীত এক সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে।

পত্রিকাটি ‘Eager for a Caliph ’ শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশ করে এবং লেখে:

“শান্তির বার্তা প্রচারকারী মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র উপদলের নেতা–‘মুসলিম পোপ’–এর সাক্ষাৎ পেতে লস অ্যাঞ্জেলসে হাজারো মানুষের সমাবেশ।”

চিনো,ক্যালিফোর্নিয়া:এই সপ্তাহে হাজারো পরিবার রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে সোনালি পাহাড় ও ঐতিহাসিক কৃষিভূমির মাঝে অবস্থিত এক সুবিশাল মসজিদে সমবেত হয়েছে। কেউ এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের দূরবর্তী প্রদেশগুলি থেকে, কেউ বা আরও দূর দেশ ঘানা থেকে, আবার কেউ কেউ সিরিয়ার মত দেশ থেকেও দীর্ঘ যাত্রা করে এসেছে। তারা সকলেই অধীর আগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে দেখার জন– যিনি ঘানায় অবস্থানকালে সেখানে গম চাষের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং যিনি এখানে ইসলামে একমাত্র ‘পোপ’–সদৃশ ব্যক্তিত্ব হিসেবে

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

বিবেচিত। তাঁর উপাধি ‘খলীফা’, এবং তিনি আহমদী মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতা।

আহমদীয়্যত ইসলাম ধর্মের একটি উপদল, যার অনুসারীরা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত, তাদের প্রধান কেন্দ্র পাকিস্তান, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত। ধারণা করা হয়, বিশ্বব্যাপী আহমদীদের সংখ্যা মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা পৃথিবীর ১.৬ বিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। সংখ্যা স্বল্প হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সম্প্রদায় অসাধারণ দৃশ্যমানতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করেছে– উগ্রবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করে এবং ইসলামকে এক শান্তিপ্রিয় ধর্ম হিসেবে তুলে ধরেছে।

শনিবার, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি–যার মধ্যে কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় ও ফেডারেল আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মকর্তারা, ক্যালিফোর্নিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং স্টেট কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– বেভারলি হিলসে খলীফার সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার বিষয় ভাষণ শুনতে একত্রিত হন।

আমেরিকান নীতিনির্ধারকগণ ক্রমশ আহমদীদের বৃহত্তর আমেরিকান মুসলিম সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে দেখছেন– বিশেষত এমন সময়ে, যখন ইসলামের নামে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদ এবং প্রোফাইলিংয়ের আশঙ্কা এই সম্পর্কগুলোকে চাপের মধ্যে ফেলেছে। আহমদীয়া বই–পুস্তক অনুযায়ী, খলীফাকে বলা হয়েছে ‘বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির সর্বাধিক প্রবক্তা।’ তবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আহমদীদের মুসলমান বলে মনে করে না।

আহমদীয়া আন্দোলনের সূচনা এক শতাব্দীরও বেশি আগে ভারতে হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে রূপক অর্থে ‘ঈসার পুনরাগমন’ দাবি করেছিলেন– একজন ঐশীভাবে নিযুক্ত সংস্কারক, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের অবসান ঘটানো। এই দাবি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বিরোধী হিসেবে দেখা হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী।

পাকিস্তানে আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ আহমদীকে নিজেদের মুসলমান পরিচয় দেওয়া বা মুসলমান হিসেবে ভোট দেওয়ার অনুমতি নেই। ২০১০ সালে লাহোরে তাদের উপর এক মর্মান্তিক হামলায় ৯৯জন আহমদী নিহত হন। কিছু দেশে তাদের হজ পালন করতেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বর্তমানে খলীফা নির্বাসিত অবস্থায় লন্ডনে অবস্থান করছেন।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ ডোনাল্ড কে. এমারসন বলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ সাধারণত আহমদীদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তবুও যুক্তরাষ্ট্রে আহমদীয়া জামাতের প্রচারমূলক কার্যক্রমে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা রক্তদান কর্মসূচি ও টেলিভিশন সাক্ষাতকারের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয়কে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। ২০১০ সালে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে সংঘটিত বেমা হামলার পর আহমদীরা ব্যাপকভাবে ‘Muslims for Peace’ শিরোনামের লিফলেট বিতরণ করে।

জামাতের নেতৃবৃন্দ বলেন, অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীর মত শুধুমাত্র স্থানীয় বা আঞ্চলিক নেতৃত্বের পরিবর্তে আহমদীরা একটি একক বৈশ্বিক সাংগঠনকি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়–যা তাদের দ্রুত জনসচেতনতা কর্মসূচি ও লবিং প্রচেষ্টা শুরু করতে সক্ষম করে। খলীফা তাঁর ভাষণ ও সাক্ষাতকারে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, পাশাপাশি আমেরিকান মুসলিমদের নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের বিপরীতে, আহমদীয়া মুসলিম আন্দোলন প্রোফাইলিং বা নাগরিকঅধিকার ইস্যুকে কেন্দ্র করে কাজ করে না; এই কারণেই তারা আমেরিকান রাজনীতিবিদদের কাঝে বিশেষ প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় খীলফা হাউসের সংখ্যালঘু নেতা ন্যান্সি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

পেলোসি (ডি-ক্যালিখ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা মিচ ম্যাককনেল (আর-কন্টাকি) -এর সমর্থন লাভ করেন, যিনি পাকিস্তানে আহমদীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

এক সাক্ষাতকারে শুভ্র শ্মশ্রুবিশিষ্ট খলীফা বলেন: "আমার আমেরিকান রাজনীতিবিদদের কাছে একমাত্র অনুরোধ হলো, তারা এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন, যার মাধ্যমে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" তিনি সতর্ক করে দেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তা বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিতে পারে।

আহমদীরা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীতে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জেরেমি মেনচিক বলেন, "একটি নিপীড়িত গোষ্ঠী হিসেবে তাদের জন্য রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা একেবারেই যৌক্তিক-এর মাধ্যমে তারা বিদেশি সরকারগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের সহধর্মীদের সহায়তা করতে পারে।"

গত মাসে কংগ্রেসের ১৩২জন সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিকে উদ্দেশ্য করে এক যৌথ চিঠিতে স্বাক্ষর করেন, যেখানে বলা হয়, "আমরা নীরব থাকতে পারি না, যখন চল্লিশ লক্ষ আহমদী নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন"- যা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল। সিনেটর ম্যাককনেল ও সিনেটর জন করনিন (আর-টেক্সাস) একই বিষয়ে পৃথক চিঠিও প্রেরণ করেন।

যখন পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, খলীফা বেভারলি হিলসের মন্টাজ হোটেলে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এরপর তিনি চিনোতে ফিরে আসেন, যেখানে পাকিস্তান থেকে আগত বহু পরিবার মসজিদের নিকটে বাড়ি ক্রয় করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিদিন শত শত ভক্ত তাঁর সঙ্গে তিন মিনিটের সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করবেন,তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগের পূর্বে।

হুযুর আনোয়ার যতবেশি সম্ভব পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং হাস্যোজ্জ্বলভাবে বলেন: 'আমি খুবই চাই একটি খামার দেখতে।"

মজলিসে ইরফান

ভ্রমণ শেষে, হুযুর আনোয়ার এক গাছের ছায়াতলে স্থাপিত একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করেন। তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন তাঁর নিবেদিত সহচরগণ- যাদের মধ্যে ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাষ্ট্রের নায়েবে আমীরগণ, মিশনারিগণ, অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য এবং খুদ্দাম ও নিরাপত্তা দলের সদস্যবৃন্দ সকলেই তাঁদের প্রিয় ইমামের সম্মুখে ঘাসের উপর বৃত্তাকারে বসেছিলেন। পরিবেশটি ছিল প্রশান্ত, ভালবাসা ও আত্মিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

আপন মমতায় হযরত খলীফাতুল মসীহ নিজ হাতে কেক কেটে প্রত্যেককে বিতরণ করেন। নানাবিধ আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল, এবং পঞ্চাশেরও বেশি সদস্য এই সৌভাগ্যপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। কেউই তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত হননি; প্রত্যেকে তাঁর মুবারক হাত থেকে বরকতময় খাদ্যের অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, একে একে খুদ্দামরা বিভিন্ন সামগ্রী-সম্বলিত ট্রে নিয়ে তাঁদের ইমামের কাছে উপস্থিত হন, বিনম্রভাবে অনুরোধ করেন যেন তিনি তা বরকত দান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রত্যেকটির থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করেন, এবং খুদ্দামরা আনন্দচিত্তে খাদ্য ও আপ্যায়ন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করতে থাকেন।

এই অনানুষ্ঠানিক ও উষ্ণ পরিবেশে খুদ্দামগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, এবং খলীফাতুল মসীহ ধৈর্য ও স্নেহসহকারে প্রত্যেকটির উত্তর প্রদান করেন।

হুযুর বলেন: তোমরা এখানে প্রাথমিক আহমদীদের বংশধরদের অনুসন্ধান করার চেষ্টা কর। আজকাল এমন বহু মাধ্যম রয়েছে যার দ্বারা তাদের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।"

নিউজিল্যাণ্ডের ক্লেমেন্ট র‍্যাগের প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন যে তিনি ১৯০৮ সালে লাহোরে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন- তাঁর বরকতময় জীবনের শেষ বছরে। তিনি বহু প্রশ্ন করেছিলেন, এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেগুলোর প্রত্যেকটি উত্তর প্রদান করেছিলেন। র‍্যাগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, এবং তাঁর এই সাক্ষাতের কথা মালফুযাতে-লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন: "আমি নিউজিল্যাণ্ডের জামাতকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা তাঁর বংশধরদের খুঁকে বের করে। অনেক পরিশ্রমের পর তারা তাঁর পরিবারকে খুঁজে পায়, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর কবরও আবিষ্কার করে-চুরাশি বছর পর।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আমি যখন নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিলাম, তখন ক্লেমেন্ট র‍্যাগের নাতি ও নাতনি-যাঁরা তখন বৃদ্ধ-আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি জানেন যে তাঁদের দাদা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা জানি তিনি মুসলিম হয়েছিলেন। তাঁরা আরও বলেন যে অধ্যাপক র‍্যাগের একজন ভারতীয় স্ত্রী ছিলেন, যদিও তাঁরা তাঁদের দাদীকে কখনো দেখেন নি। আমি জানতে চাইলাম তাঁদের দাদার কোনো আহমদী সাহিত্য বা বই এখনও সংরক্ষিত আছে কি না। তাঁরা জানালেন, কিছু বই ও পাণ্ডুলিপি যাদুঘরে রাখা আছে, কারণ তিনি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তবে তাঁর কিছু জিনিসপত্র অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে গেছে।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আমি তাঁর কবরও পরিদর্শন করি এবং সেখানে দোয়া করি।"

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন: "যুক্তরাজ্যে আমরা মার্টিন ক্লার্কের বংশধরদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছি- যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। তাঁর প্রপৌত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে তিনি বললেন, "আমি জানি না তখন কী ঘটেছিল, কিন্তু আজ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমার পূর্বপুরুষ মার্টিন ক্লার্ক ভুল ছিলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সত্য ছিলেন।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: "অনেক প্রচেষ্টার পর আমরা যুক্তরাজ্যে ক্যাপ্টেন ডগলাসের নাতির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করি। প্রথমে তিনি যোগাযোগে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পরে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন ডগলাস ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ব্যক্তি, যিনি অনেককে কঠিন শাস্তি দিতেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আশ্চর্যের বিষয়, একমাত্র মানুষ যাকে তিনি রেহাই দিয়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন।" (উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন ডগলাস ঐ মামলায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিলেন)

তিনি আরও বলেন:

"আমরা পিগটের নাতনীর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছি। তিনিও আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন।" হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"খ্রিষ্টানদের মধ্যে পিগট নামে এক মিথ্যা মসীহ আছে, যে নিজেকে ঈশ্বর ও মসীহ বলে দাবি করে। সে তওবা করবে না, এবং তার পরিণতি হবে মৃত্যু।"

বাস্তবেই, ১৯২৭ সালে পিগট আর্থিকভাবে দেওলিয়া হয়ে যায়, মানুষ তাকে ত্যাগ করে, সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং একই বছরে সে মৃত্যুবরণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ফ্রান্সিস সিভারাইট কাদিয়ানে এসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। পরে তিনি বয়আত গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সমাধিস্থ। তাঁর বংশধরদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত।"

চার্লস সিভরাইট ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে কাদিয়ান সফর করেন, যদিও তিনি ১৮৯৬ সালেই অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করে 'আব্দুল হক' নাম ধারণ করেন। তাঁর সাক্ষাতকার মালফুযাত-এ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ১৯০৬সালের এপ্রিল সংখ্যায় রিভিউ অব রিলিজিয়নস-এ লেখেন:

'আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী এবং কাদিয়ানের আহমদীয়া জামাতের সদস্য। আমি এই জামাতে যোগ দিয়েছি কারণ এটি মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল ও আলোকিত সম্প্রদায়, এবং এতে রয়েছে ইসলাম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ মিশনারিদের এক উৎসাহী দল।"

তিনি হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক (রা.)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন, যিনি আমেরিকার প্রথম মিশনারি ছিলেন। মিশনারি ইনামুল হক কাউসার সাহেব জানান যে তাঁরা বর্তমানে সিভরাইটের বংশধরদের সন্ধান করছেন এবং তাঁর কবর ইতিমধ্যেই লস এঞ্জেলসের এক কবরস্থানে পাওয়া গিয়েছে।

আনুষ্ঠানিক আলোচনায় খুদ্দামদের প্রশ্ন ও হুযুরের উত্তরসমূহ:

রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অংশগ্রহণ:

হুযুর আনোয়ার বলেন: "সরকারি পর্যায়ে আমাদের উচিত উভয় দলের- শাসক ও বিরোধীদলের- সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। উদাহরণস্বরূপ, কানাডায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল একসময় বিরোধী দলে ছিল, তখন আমাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এখন রয়েছে। তাই শুরু থেকেই সকল দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।

তরুণদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে হুযুর বলেন:

আমাদের তরুণদের রাজনীতিতে প্রবেশে কোনো আপত্তি নেই। পাকিস্তানে একসময় আহমদীরা

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

আইনসভায় ছিলেন। ঘানাতেও আহমদীরা সংসদের সদস্য-শাসক ও বিরোধী উভয় দলে। তাই তরুণদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া উচিত।"

নারীদের ক্ষেত্রে হুযুর বলেন:

"নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন, তবে সক্রিয় রাজনীতি করা উচিত নয়।"

শিক্ষা ও পেশাগত পরামর্শ:

একজন হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন কী বিষয়ে গবেষণা করা উচিত? হুযুর বললেন: "ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর গবেষণা কর।"

তিনি আরও বলেন: "এখানে প্রতিটি বিষয়ে গবেষণা হয়। আমরা যে যাদুঘর পরিদর্শন করেছি, সেখানে শুধু চিত্রকলা নিয়ে গবেষণায় কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে। "

একজন খুদ্দাম জানতে চাইলেন কোন ধরনের কৃষিকাজ হুযুর পছন্দ করেন। তিনি বললেন: " যে কৃষিকাজে উপকার পাওয়া যায়, সেটিই মূল্যবান। ফলের মধ্যে আম শ্রেষ্ঠ। যুক্তরাজ্যে আমরা পাকিস্তান থেকে আমদানি করা উৎকৃষ্ট মানের আম পাই- মূলত আমাদের সিন্ধের খামারগুলো থেকে।"

জামাতের বিকাশ:

লস এঞ্জেলসের এক খুদ্দাম জানালেন যে তাঁদের এলাকায় প্রতি বুধবার প্রায় ১৪০জন জামাত সদস্য তাঁর বাড়িতে নামাযে সমবেত হন।

হুযুর জিজ্ঞেস করলেন তাঁদের বাড়িগুলির দূরত্ব কত। খুদ্দাম বললেন, প্রায় পাঁচ মাইলের মধ্যে সবাই থাকে। তখন হুযুর বলেন:

তোমরা সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন কর এবং পরে একটি মসজিদ নির্মাণ কর। যদি বড় গ্যারেজ থাকে, সেটিকে নামাযের কেন্দ্র বানাও। প্রতিদিন বা-জামাত নামায হওয়া উচিত। যদি বুধবারে সমবেত হতে পারো,তবে অন্য দিনও পারবে। সপ্তাহে একদিন মিলন খ্রিষ্টানদের উপাসনার মতো।"

হুযুর আনোয়ার উদাহরণ দিয়ে বলেন: যুক্তরাজ্যে ড. হামিদ আহমদ খান সাহেব হার্টলপুলে নিজের বাড়ির গ্যারাজকে কেন্দ্র বানিয়েছিলেন, সেখানে নিয়মিত বা-জামাত নামায হত।এখন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদ নির্মিত হয়েছে।"

তিনি লস এঞ্জেলসের মিশনারি শামসাদ আহমদ নাসির সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন: " যেখানে পরিবার পাঁচ মাইলের গণ্ডিতে বাস করে, সেখানে কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত। লন্ডনে মানুষ প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট ভ্রমণ করে ফজরের নামাযে যোগ দেয়। অনেকে নিয়মিত বায়তুল ফুতুহ মসজিদেও আসে।"

একজন খুদ্দাম বললেন, 'ওটা তো এজন্য যে হুযুর সেখানে থাকেন।"

হুযুর হেসে বলেন: "সিডনিতেও মানুষ ২০ মাইল দূর থেকে নিয়মিত আসে-আর আমি তো সেখানে নেই।"

শিক্ষা ও পারিবারিক বিষয়:

পাকিস্তানের ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলেন:

"সেখানে শিক্ষার কোন পরিকল্পনা নেই। কেউ ভাল নম্বর পেলে ডাক্তার হয়; কিছু কম পেলে ইঞ্জিনিয়ার; আর আরও কম হলে আইনজীবী।"

কানাডার এক সদস্য বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে ভিয়েতনামী ছাত্ররা ভাল ফলাফল করে কারণ সূর্যাস্তের পর তাদের অভিভাবক টিভি ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় যাতে তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: "ইসলামও তাই শেখায়- মগরিবের পর অকারণে বাইরে ঘোরাঘুরি না করে ঘরে থাকা উচিত এবং ওই সময়টা পড়াশোনা ও চিন্তায় ব্যয় করা উচিত।"

একজন প্রকৌশলী জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে কানাডায় আহমদীয়া আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনকে আরও সক্রিয় করা যায়।

হুযুর বললেন: "মসজিদের প্রকল্প তৈরী কর; এতে সংগঠন সক্রিয় হবে। যুক্তরাজ্যে আমাদের স্থপতি ও প্রকৌশলীরা নানা প্রকল্পে কাজ করছেন, এমনকি বিদেশেও যান। তোমরা তোমদের দক্ষতা, প্রস্তাবিত প্রকল্প ও সময়ের পরিকল্পনা সক্রিয় করো।"

একজন চিকিৎসক দিকনির্দেশনা চাইলে হুযুর আনোয়ার বললেন:

"চিকিৎসকগণ ওয়াকফে-আরজি (অস্থায়ী সেবা)-র) জন্য সময় দাও। কাদিয়ান ও রাবওয়ায় যাও-সেখানে অনেক প্রয়োজন।"

শিশুদের সম্পর্কে হুযুর বললেন:

"অভিভাবকরা নিজেরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক- নিয়মিত নামায ও তিলাওয়াত করুক। সন্তানরা পর্যবেক্ষণ করে শেখে। তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ কর। সন্তান যদি ভুল তিলাওয়াত করে, রাগ করো না, মারধর করো না- ভালবাসা ও নিজের দৃষ্টান্তের মাধমে শিক্ষা দাও।"

উচ্চশিক্ষা গ্রহণরত মেয়েদের বিয়ে প্রসঙ্গে হুযুর বলেন:

"আমি মেয়েদের বলি পড়াশোনা চালিয়ে যাও, আর পিতামাতাকে বলি, উপযুক্ত প্রস্তাব এলে বিয়ে দিতে পার; তবে বিয়ের আগে স্বামীপক্ষের সঙ্গে স্পষ্টভাবে ঠিক করে নিতে হবে যে মেয়ে পড়াশোনা শেষ করবে- যাতে ভবিষ্যতে সমস্যা না হয়।"

এক খুদ্দাম শিশুদের সিনেমা দেখা সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযুর বলেন:

"কিছু সিনেমা ভাল এবং দেখা যায়, বিশেষ করে যখন বাবা-মা উপস্থিত থাকেন। তবে শিশুদের ভালো-মন্দ আলাদা করতে শেখাতে হবে, আর অভিভাবকদের তত্ত্বধান রাখতে হবে।"

হুযুর বলেন, "একটি মেয়ে একবার লিখেছিল যে তার বাবা-মা গ্রীষ্মে তাকে ছোট হাতার জামা পরতে দেন না, সহপাঠীরা বলে সে নিপীড়িত। পিতামাতাকে বোঝাতে হবে যে আমাদের ধর্মের নিজস্ব নীতিমালা ও ঐতিহ্য আছে।"

তিনি যোগ করেন:

"আমি আমেরিকায় পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই কন্যাশিশুদের শালীন পোশাক পরার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। পাঁচ বছর বয়স পার হলে মেয়েরা টাইটস ছাড়া ফ্রক পরবে না। এইভাবেই তাদের তাদের নৈতিক শিক্ষা শৈশব থেকেই শুরু হয়।"

এই সমাবেশটি প্রায় বিকেল ৫:৪৫টায় সমাপ্ত হয়। পরে সন্ধ্যা ৬:১০টায় হুযুর মসজিদ বায়তুল হামীদে পৌঁছান, যেখানে নারী, পুরুষ ও শিশুরা অধীর আগ্রহে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। হুযুরের গাড়ি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই নারাধ্বনি ওঠে; নারীগণ তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। সকলে হাত উঁচু করে সালাম জানায়, বালিকারা কবিতা পাঠ করে। হুযুরও হাত তুলে আসসালামো আলাইকুম' বলে উত্তর দেন এবং তার পর নিজ বিশ্রামক্ষের উদ্দেশ্য প্রস্থান করেন।

প্রেস কনফারেন্স

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সকাল ১০:৩০টায় নিজ বাসভবন থেকে যাত্রা করেন এবং সকাল ১১টায় 'বায়তুর রহমান' মসজিদে পৌঁছান। হযরতের আগমনের পূর্বেই সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা কনফারেন্স কক্ষে সমবেত হয়েছিলেন।

প্রেসকনফারেন্সটি সকাল ১১টায় শুরু হয়।

একজন টেলিভিশন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন:

"বিশ্বে অসংখ্য উপাসনালয় আছে- মসজিদ, মন্দির, গুরদুয়ারা ইত্যাদি। তবুও মানুষের মাঝে প্রেম ও সৌহার্দ্য বাড়ার পরিবর্তে বিভেদ যেন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ কী?"

হযরত খলীফাতুল মসীহ উত্তর দিলেন:

"যদি মসজিদ, মন্দির ও গুরদুয়ারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়, তবে সেখানে কলহ বা সংঘাতের কোনো স্থান থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি এগুলো কেবল প্রদর্শন ও জাগতিক গৌরবের জন্য গড়ে তোলা হয়, তবে তার ফলাফর আপনারা নিজের চোখেই দেখছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে হবে, কেবল তাঁরই উপাসনা করতে হবে; তবেই সকল বিবাদ ও কলহের নিরসন হবে।"

তিনি আরও বলেন: "যেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মসজিদ নির্মাণ করে, সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা, মিছিল, সন্ত্রাসবাদ বা অশোভন আচরণ দেখা যায় না। আর যদি কখনও কেউ এ ধরনের আচরণ করে, আমরা সর্বপ্রথম তাকেই আমাদের ব্যবস্থার বাইরে করে দিই।"

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন:

"ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মসজিদ রয়েছে। ইসলামের বার্তা প্রচারের বাইরে, সমাজকে আকৃষ্ট করার আর কী উপায় থাকতে পারে?"

হুযুর আনোয়ার উত্তর দিলেন: "উপাসনালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো- যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে ও তাঁর ইবাদত করে, তারা যেন একত্রিত হতে পারে। পৃথিবীতে আগত সকল নবী শিক্ষা দিয়েছেন যে মানুষ যেন এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁর ইবাদত করে এবং একে অপরের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।"

তিনি আরও বলেন:

"কোনো নবীই যুদ্ধ , বিবাদ ও রক্তপাতের শিক্ষা দেন নি। প্রত্যেক নবীই এক আল্লাহর উপাসনা, মানবাধিকারের পরিপূর্ণতা, শান্তি এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছেন।"

তিনি বলেন, "আপনি যদি মসজিদ, মন্দির বা গুরদুয়ারার সঙ্গে যুক্ত থাকেন,তবে এসব স্থান থেকে

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

যে বার্তা ছড়িয়ে পড়বে,তা হওয়া উচিত এক আল্লাহর ইবাদত, মানবাধিকারে পরিপূর্ণতা ও শান্তির বার্তা। যখন এই বার্তা উপাসনালয়গুলো থেকে প্রচারিত হবে, তখন সমাজে শান্তি ও প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, উপাসকগণ নিজেরাই আল্লাহ্‌মুখী হবে, এবং পৃথিবীতে নবীদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন: "বর্তমানে ইসলামের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছে, একে সন্ত্রাসের ধর্ম বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

হুযুর আনোয়ার উত্তর দিলেন: "ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। যারা সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করছে না। এই কারণেই আজ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র দল, যারা ইসলামের খাঁটি ও প্রকৃত শিক্ষা- যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন- তা অনুসরণ করছে।"

তিনি আরও বলেন: "বর্তমান ইসলামের অবস্থা এবং মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাওয়া কেবল সন্ত্রাসবাদের ফল নয়;বরং এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক সময় এমন আসবে যখন যারা ইসলামের নাম বহন করত তারা এর মর্ম ভুলে যাবে; মসজিদগুলো পূর্ণ থাকবে কিন্তু হিদায়তশূন্য হবে; কুরআন মুখে থাকবে কিন্তু আমলে থাকবে না; এবং তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব-যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার উৎস। তখন এক সংস্কারকের আবির্ভাব হবে, যিনি মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন, সকল ধর্মকে এক পতাকার নীচে একত্রিত করবেন, এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তা প্রচার করে মানবতাকে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।"

"এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রেরিত হন। তিনি ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আজ আমরা সেই জামাত যারা ইসলামের সত্য বার্তা বিশ্ব জুড়ে প্রচার করছি।

সন্ত্রাসবাদ সর্বদা পৃথিবীতে ছিল। এর কারণে আমরাও বহুবার নির্যাতনের শিকার হয়েছি।"

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন:

"আহমদীয়া জামাত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবুও পৃথিবীর অবস্থা অপরিবর্তিত। কেন? পরিবর্তন কবে আসবে?"

হুযুর আনোয়ার উত্তর দিলেন: "পরিবর্তন একদিনে আসে না। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা জীবনের সর্বস্ব ব্যয় করেছেন শান্তির বার্তা প্রচারে ও মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। তাঁর পর খলীফাগণ সেই মিশনই অব্যাহত রেখেছেন। আপনি জানেন, কয়েক বছর আগেও খুব কম মানুষ আহমদীয়্যত সম্পর্কে জানত; আজ সমগ্র বিশ্ব জানে। আমেরিকায় এই বার্তা পৌঁছেছে কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, চিন্তক, গভর্নর, মেয়র, কাউন্সিলর ও অধ্যাপকদের কাছেও। শান্তির বার্তা পৌঁছে গেছে বিশ্বব্যাপী, এবং এই প্রক্রিয়া প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামাতে যোগ দিচ্ছে।"

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: "পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীদের উপর নির্যাতন হয়, আবার মিয়ানমারে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন। এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী?"

হুযুর ব্যখ্যা করেন: "অমুসলিম দেশে যখন মুসলমানাদের উপর নির্যাতন হয়, তা সাধারণত কিছু তথাকথিত মুসলিম গোষ্ঠীর উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটে। তারা যখন সহিংসতা ছড়ায়, তখন মানুষ বলে- 'তাদের মসজিদ ভেঙে দাও, হত্যা কর, তাড়িয়ে দাও- তারা পৃথিবীতে অশান্তি ছড়াচ্ছে।" অন্যদিকে, আহমদীদের উপর এজন্য নির্যাতন হয় না যে তারা সন্ত্রাসী, বরং এজন্য যে তারা বিশ্বাস করে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী ইতিমধ্যে আগমন করেছেন। "

তিনি আরও বলেন: "আমাদের বিশ্বাস, আগমনকারী নবী শরিয়তধারী নবী হবেন না, আর আমাদের বিরোধীরা দাবি করে কোনো নবীই আর আসতে পারেন না। এই কারণেই তারা আমাদের বিরোধিতা করে। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো সরকার আহমদীদের আইনত অমুসলিম ঘোষণা করে, এবং ১৯৮৪ সালে জিয়াউল হক আলেম সমাজকে তুষ্ট করতে দমনমূলক অধ্যাদেশ জারি করেন, যা আহমদীদের ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এখন এমনকি কিছু অ-আহমদীও পাকিস্তানে আলেমদের জিজ্ঞেস করছে, 'তাদের জীবিকা কেড়ে নিয়েছ, এখন কি তাদের মৃতদেরও শান্তিতে থাকতে দেবে না?"

"অতএব, আমাদের উপর নির্যাতন কেবল এজন্য যে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করেছি। আলেমরা আমাদের বিরোধিতা করে কারণ আমরা তাদেরকে যুদ্ধভিত্তিক জিহাদের ধারণাকে খণ্ডন করেছি। যেহেতু অমুসলিমরা ধর্মীয় কারণে ইসলামের উপর আক্রমণ করছে না, তাই সশস্ত্র জিহাদের যুগ শেষ হয়েছে। আজকের প্রকৃত জিহাদ হলো কলমের জিহাদ- যা কুরআন 'বৃহত্তর জিহাদ' নামে অভিহিত করেছে। আমরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ পরিচালনা করছি,সংলাপ ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা বিশ্বব্যাপী প্রচার করছি।"

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: "আপনি আফ্রিকায় দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন, বলা হয় যে সেখানে কোনো আহমদী গুরুতর অপরাধ বা কারাদণ্ডে জড়িত নয়। আফ্রিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আফ্রিকায় ভোগবাদ এখনো গভীরভাবে প্রোথিত নয়; মানুষ এখনো আত্মিক ঝোঁক ধারণ করে। তাই আহমদীয়াত সেখানে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে -ইসলামের প্রকৃত বার্তা সেখানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ ও ধর্মকে খোঁজে, এবং যখন তারা সত্য খুঁজে পায়, তা সানন্দে গ্রহণ করে।"

একজন টেলিভিশন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: "এই মসজিদের তাৎপর্য কী?"

হুযুর আনোয়ার উত্তর দেন: "এই মসজিদের তাৎপর্য দ্বিমুখী। প্রথমত, এটি হবে এক আল্লাহর উপাসনার কেন্দ্র, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হবে। বহু মানুষ এখানে সমবেত হবে, খুতবা প্রদান করা হবে। এতে রয়েছে প্রশাসনিক দপ্তর, কমিউনিটি অফিস, এমনকি যুবকদের ক্রীড়া হল- যা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবে।

দ্বিতীয়ত, এই মসজিদ হবে ইসলামের প্রকৃত বার্তা প্রচারের কেন্দ্র। বিভিন্ন ধর্ম ও পটভূমির মানুষ এখানে আসবে; আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণেই আজ আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন।"

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: "মানুষ জিহাদ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি কী মত দেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: "এ বিষয়ে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অন্যান্য মুসলমানরা -উগ্রপন্থীসহ- শসস্ত্র জিহাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সহিংসতা। কিন্তু আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে এই যুগে সশস্ত্র জিহাদের কোন স্থান নেই, বরং কলমের জিহাদ আছে- অর্থাৎ প্রচার ও যুক্তির জিহাদ, যা 'বৃহত্তর জিহাদ' নামে পরিচিত। আজকের দায়িত্ব হল যুক্তি ও সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচার করা, সহিংসতার মাধ্যমে নয়।"

আজ কোন ধর্মই ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে না। খ্রিষ্টানরা তাদের বার্তা লেখনী ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার করে; মুসলমানদেরও একই পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাখ্যা করেছেন যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কেবল তখন, যখন শত্রুপক্ষ প্রথম আক্রমণ করেছিল- অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ বৈধ। কুরআন ঘোষণা করে যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেন মঠ, গির্জা, সিনাগগ ও মসজিদ- যেখানে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুর স্মরণ করা হয়- সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং ইসলাম কেবল নিজের উপাসনালয় নয়, বরং সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষার নির্দেশ দেয়।"

আরেক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: "নিপীড়নের মুখেও কখনো আমাদের শান্তির মিশন স্তব্ধ হয় নি। পাকিস্তানে কয়েক দশক ধরে আহমদীরা কঠোর নির্যাতনের শিকার, তবুও আমরা আমাদের বার্তা ও উদ্দেশ্য ত্যাগ করি নি- এই অবিচলতাই আমাদের প্রকৃত বিজয়।"

তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন: "ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এক চীনা মানবাধিকার কর্মী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁর দেশের সন্ন্যাসীরা নির্যাতনের প্রতিবাদে আত্মাহুতি দেয়। আমি বলেছিলাম, এমন কাজ ভুল- এটি পরাজয়ের নিদর্শন। প্রকৃত বীরত্ব হলো, নির্যাতনের মধ্যেও নিজের বার্তা প্রচার অব্যাহত রাখা, মিশন থেকে পিছিয়ে না আসা।

'আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে আমরা সম্প্রতি বহু অনুষ্ঠান করেছি। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজের ফলে আহমদীয়াতের বার্তা সুদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি আমাদের অগ্রগতি ও সাফল্য। সম্প্রতি আমার সাক্ষাতকার 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ প্রকাশিত হয়েছে, যা লাখো মানুষ পড়েছে- এভাবে শান্তি ও আহমদীয়াতের বার্তা অসংখ্য হৃদয়ে পৌঁছেছে। সাফল্য রাতারাতি আসে না। "

হুযুর আনোয়ার বলেন: " আলেমদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই; তাদের বিরোধিতাই আমাদের জন্য কল্যাণকর, কারণ এতে আমাদের বার্তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।"

তিনি জিহাদের বিষয়ে আরও বলেন:

"আলেমরা জিহাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করেছে। ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর খলীফাগণ কখনো আত্মরক্ষা ছাড়া যুদ্ধ করেন নি।"

"কুরআন বলে, কিছু মানুষের হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। পাথর ভেঙে ঝরণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু তাদের হৃদয় অনড় থাকে।

নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের হৃদয় কঠোর করে দিয়েছে।

কুরআন জিহাদের অনুমতির স্পষ্ট কারণ বর্ণনা করেছে। যখন সেই কারণ বিলুপ্ত হয়, তখন অর্থও পনুঃনির্ধারিত হতে হবে- এই কারণেই সংস্কারকের আগমণ অবধারিত ছিল, এবং তিনি ইতিমধ্যেই আগমণ করেছেন। আলেমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের মঞ্চ ও জাগতিক অবস্থান হারানোর আশঙ্কা করে।"

মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন:

"আজ আহমদীদের জন্য এক বিশেষ দিন- ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙকুভারে এই মসজিদের উদ্বোধন আমাদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।"

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন: কানাডায় ইসলামের ভবিষ্যত কী?"

হুযুর আনোয়ার উত্তর দিলেন: "আহমদীদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা মানুষের হৃদয় জয় করব- বরং ইতিমধ্যেই করছি। একদিন বিশ্ব দেখবে যে ইসলামই সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ ও শান্তি-দাতা ধর্ম। এটাই ইসলামের ভবিষ্যত। "

আরেক সংবাদিক প্রশ্ন করেন: "যখন অন্যান্য মুসলমানরা আপনাদের বিরোধিতা করে, তখন কীভাবে তাদের আপনাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করবেন?

হুযুর উত্তরে বলেন: "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৯ সালে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম কাদিয়ানে এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তিনি একা ছিলেন। ১৯০৮ সাল তাঁর ইন্তেকালের সময় অনুসারীর সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষাধিক- অধিকাংশই মুসলমান। তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়,এবং সেই থেকে জামাত ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। আজ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমাদের সংখ্যা মিলিয়নেরও বেশি।শুধু গত বছরেই পাঁচ লক্ষাধিক নতুন সদস্য যোগ দিয়েছে। এক শতাব্দীতে একজন মানুষ থেকে আমরা লক্ষ লক্ষে পরিণত হয়েছি, এবং এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে- মুসলমানদের মধ্যে থেকেও, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকেও। এটাই আহমদীয়াতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত।"

একজন মুসলিম সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: "অ-আহমদীরা কি হাদীসটি পড়েন নি যেখানে বলা হয়েছে, ইসলাম বিভক্ত হবে বাহাত্তর দলে- যার মধ্যে একটিই জান্নাতী?"

হুযুর আনোয়ার বলেন: " আপনিই বরং আলেমদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা কি তা পড়েছে? প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তো এসেছেন এই বাহাত্তর দলকে একত্রিত করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, এই সব দল থেকেই মানুষ এখন আহমদীয়াত গ্রহণ করছে- এশিয়ায়, আফ্রিকায়, এমনকি খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকেও। "

তিনি বলেন: "হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতিকে আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করতে ও সৃষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবতার প্রতি করুণা। আপনি বলুন, আজকের আলেম ও তাদের অনুসারীরা কি 'রহমাতুল্লিল আলামিন'-এর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছে?" সাংবাদিক উত্তর দেন, "অবশ্যই নয়।"

ধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হুযুর বলেন: "পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয় যে প্রত্যেক ধর্মের নবী ও প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্‌রই প্রেরিত হয়েছিলেন। যদি প্রত্যেক নবী একই আল্লাহর প্রেরিত হন- যিনি সকল নবীকে শিক্ষা ও ওহী দান করেন- তবে ধর্মসমূহের মৌলিক শিক্ষাগুলি কীভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন হতে পারে?

প্রত্যেক নবী ও ধর্মপ্রবর্তক দুইটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন; প্রথমত, মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত করা; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যদি এ সত্য হয়, তবে যে কেউ - খ্রিষ্টান, শিখ, হিন্দু, জরথুস্ত্রি বা বৌদ্ধ- নিজ ধর্মের আসল ও খাঁটি শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে, সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথে রয়েছে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আরও বলেন: এ কেমন করে সম্ভব যে একজন ব্যক্তি কোন দাবি করেন, এবং তাঁর লক্ষাধিক অনুগামী থাকে, তবুও তাঁর দাবি মিথ্যা হয়? অতীতের সকল নবী নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য 'রহমতুল্লিল আলামীন' হিসেবে আগমন করেছিলেন। সুতরাং, তিনি যে দয়া ও করুণার বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তা প্রচার করা সম্ভব কেবল আলোচনার মাধ্যমে, ভালবাসা ও স্নেহের মাধ্যমে-তলোয়ার, যুদ্ধ বা জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে নয়।"

হুযুর আরো বলেন: "হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং এই সত্য, প্রেম, দয়া ও করুণার বার্তা- অর্থাৎ ইসলামের খাঁটি ও প্রকৃত শিক্ষার- প্রচার করার জন্য।"

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: যখন প্রত্যেক ধর্মের উপাসনালয় রয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে, তবুও মানুষ কেন সৎ বা ধার্মিক হয়ে উঠছে না?"

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে-'বন্দে বান যাও' প্রকৃত বান্দা সেই ব্যক্তি যে খোদাকে বিশ্বাস করে এবং খোদার বান্দা ও তার সৃষ্টির অধিকারসমূহ প্রদান করে।

বায়তুর রহমান মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ভ্যাঙ্কুভার, ব্রিটিশ কলম্বিয়া

অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা উপস্থাপন করেন মি.উসমান মালিক। এরপর এর ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন মি. সালমান হাশমি। পরবর্তী পর্যায়ে, সেক্রেটারী আমুরে খারিজা মাননীয় আসিফ খান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে একে একে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

ডেলটা শহরের মেয়র লুইস জ্যাকসনের ভাষণ

প্রথম বক্তা ছিলেন মিস লুইস জ্যাকসন,যিনি ১৯৭৩ সালে ডেলটা সিটির প্রথম নারী কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৯ সাল থেকে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন: "এই মনোরম ও মহিমান্বিত বায়তুর রহমান মসজিদের আনন্দঘন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং আমাদের শহরে প্রথমবারের মত হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে স্বাগত জানাতে পারা আমার জন্য ভীষণ গৌরবের বিষয়। এটি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বৃহত্তম মসজিদ, এবং আমি গর্বিত যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এটি এখানে নির্মাণ করেছে।"

তিনি আরও বলেন: এই বিশাল ও সুন্দর মসজিদটি দেখলে হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির অনুভূতি জাগে। সত্যিই, এই মসজিদ ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের এক অনন্য নিদর্শন হয়ে উঠেছে। আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের ডেলটায় স্বাগত জানাই। আপনারা এখন আপনাদের সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিন্যাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমনভাবে আহমদীয়া জামাত আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রচারে সুপরিচিত, তেমনি এই মসজিদও ডেলটায় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতার প্রতীক হয়ে থাকবে।"

তিনি আরও বলেন: " আমাকে জানানো হয়েছে যে, মহামান্য খলীফা শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এই মহান নীতির প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে, এইগুলোই সেই মূল্যবোধ, যা আমরা সকলেই ধারণ করতে চাই।"

তিনি উপসংহারে বলেন:

"এই মসজিদের নির্মাণ এবং আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্যখাতে অব্যাহত অবদান-সবকিছুই শান্তি, মানবসেবা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতি তাদের স্থায়ী অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, এই জামাতের অনেক সদস্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি,এবং আজকের এই অনুষ্ঠান সেই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা রাখি। আবারও আমি মহামান্য খলীফা ও আহমদীয়া জামাতের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ্‌ এই সুন্দর মসজিদকে চিরকাল বরকতময় করুন। "

সম্মানিত কেরি-লিন ফিণ্ডলের ভাষণ

পরবর্তী বক্তা ছিলেন সম্মানিত কেরি-লিন ফিন্ডলে , যিনি কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য এবং সাবেক বিচারমন্ত্রী মহোদয়ের সংসদীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক সহযোগী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি 'আসসালামো আলাইকুম' বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারায় সম্মান প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্টিফেন হারপার এবং নাগরিকত্ব বিষয়ক মন্ত্রী জেসন কেনির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে এসেছেন, তবে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে কেবল প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি পাঠ করবেন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্টিফেন হারপারের বার্তা

"ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বায়তুর রহমান মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের এই দিনে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সুন্দর মসজিদের উদ্বোধন- যা প্রদেশটির বৃহত্তম- আপনাদের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই চমৎকার স্থাপনাটি আগামী প্রজন্মের জন্য ইবাদত ও ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে আমি এই বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 6 Nov 2025 Issue No.45

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। – মাননীয় স্টিফেন হারপার, প্রধানমন্ত্রী, কানাডা।

ড. অ্যান্ড্রু পি.ডব্লিউ. বেনেটের ভাষণ

পরবর্তী বক্তা ছিলেন অ্যান্ড্রু পি.ডব্লিউ.বেনেট, কানাডার প্রথম ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক রাষ্ট্রদূত। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, ২০১৩ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী কানাডায় ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে মানুষের জন্য দুর্ভোগের কারণ, সেখানে এই বার্তাটি অমূল্য।"

তিনি বলেন, "আমাদের দপ্তরের লক্ষ্য স্পষ্ট– বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা ও প্রসার। ধর্মীয় স্বাধীনতা মানবাধিকারের মৌলিক অংশ। কানাডা সর্বদাই মানবাধিকারের প্রবল সমর্থক– আইনের শাসন, গণতন্ত্র, লিঙ্গ–সমতা– সবক্ষেত্রেই। আজও ধর্মীয় নিপীড়ন ক্রমবর্ধমান। তাই কানাডার উচিত অবস্থা নেওয়া এবং নির্যাতিতদের কণ্ঠস্বর হওয়া। ধর্মীয় স্বাধীনতা কেবল ধর্মের বিষয় নয়–এটি মানবতার বিষয়। সকল ধর্মমতের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব।"

তিনি আরও বলেন: "আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে, ডেলটায় বায়তুর রহমান মসজিদের উদ্বোধনে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। বিট্রিশ কলম্বিয়ার এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারা আমার জন্য ভীষণ আনন্দের বিষয়। আসসালামো আলাইকুম।"

সেনেটর মোবিনা জাফরের ভাষণ

কানাডার মানবাধিকারের কমিটির সভাপতি এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের প্রতিনিধি সেনেটর মোবিনা জাফর ছিলেন পরবর্তী বক্তা। তিনি কানাডার ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নারী ও আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি যিনি সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

তিনি এই আনন্দঘন মুহূর্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ এবং সমগ্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা মি. জাস্টিন ট্রুডোর বার্তা

এরপর সেনেটর জাফর কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা মাননীয় জাস্টিন ট্রুডোর বার্তা পাঠ করেন।

"হুযুর, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রিয় বন্ধুগণ,

ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় সর্ববৃহত আহমদীয়া মুসলিম –বায়তুর রহমান মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে আমি হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) –এর আগমনকে স্বাগত জানাই, যাঁর উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে এক বিশেষ মর্যাদা ও সৌন্দর্যে পূর্ণ করেছে।

বায়তুর রহমান মসজিদ কেবল ব্রিটিশ কলম্বিয়ার জন্যই নয়, বরং সমগ্র কানাডার জন্য এক কল্যাণময় সংযোজন। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক–যা নানা ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতিকে এক সুতোয় গেঁথে আমাদের জাতিকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে।

আপনারা এই দেশের জন্য যা কিছু অবদান রেখেছেন, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আপনারা শুধু একটি স্থাপনা নির্মাণ করেন নি, বরং মানবসমাজে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, এবং কল্যাণের এক অমূল্য ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে থাকতে না পারলেও আমার চিন্তা ও শুভকামনা সর্বদা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে।

এই দিনটি যেন শান্তি, ভালবাসা ও সম্প্রীতির এক চিরস্থায়ী বার্তা হয়ে থাকে–এই প্রার্থনা করি।

–জাস্টিন ট্রুডো।"

ব্র্যাম্পটন শহরের মেয়র মিসে সুসান ফেনেলের ভাষণ

পরবর্তী বক্তা ছিলেন ব্র্যাম্পটন শহরের মেয়র মিসেস সুসান ফেনেল, যিনি ১৯৮৮ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং ২০০০ সাল থেকে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পূর্বে ২০০৮ সালে ক্যালগেরিতে বায়তুন নুর মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি 'আসসালামো আলাইকুম' বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেন:

"ব্র্যাম্পটন শহরের পক্ষ থেকে এই মনোরম ও মহিমান্বিত মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারা আমার জন্য এক অসীম গৌরবের বিষয়– বিশেষত যখন এই উদ্বোধন হুযুর আনোয়ারের নিজ হস্তে সম্পন্ন হচ্ছে। আমি আশাবাদী যে শিগগিরই ব্র্যাম্পটনেও একটি মসজিদ নির্মিত হবে, এবং আমি সবাইকে তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

তিনি আরও বলেন: যে কোন উপাসনালয়ের উদ্বোধন একটি সমাজের জন্য গর্ব ও আনন্দের বিষয়। ডেল্টা শহরের নাগরিকদের আজ যথেষ্ট কারণ রয়েছে উদযাপন করার জন্য। ব্র্যাম্পটনের নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি কেবল ডেল্টা নয়, বরং সমগ্র কানাডার আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত, এই মসজিদ শান্তি, ঈমান ও মানব ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থায়ী থাকবে– 'সবার জন্য ভালবাসা, কারো জন্য ঘৃণা নয়' এই আহমদীয়া মূলমন্ত্রের এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে।"

শেষে তিনি ব্র্যাম্পটন শহরের পক্ষ থেকে একটি স্মারক ফলক হুযুর আনোয়ারের হাতে উপস্থাপন করেন।

মাননীয়া জুডি সগ্রো,সংসদ সদস্যের ভাষণ

পরবর্তী বক্তা ছিলেন মাননীয়া জুড়ি সগ্রো, যিনি ১৯৮৭ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, ১৯৮৮ সালে টরোন্টো সিটি কাউন্সিলর হন এবং ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নাগরিকত্ব ও অভিবাসন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন: " আজ আমি এবং আমার সহকর্মীরা এখানে উপস্থিত রয়েছি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। আপনাদের ঈমান, মূল্যবোধ এবং জীবনাচরণ সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনুকরণীয় উদাহরণ। যত বেশি মসজিদ কানাডায় এবং বিশ্বে নির্মিত হবে, তত বেশি শান্তি আমরা অর্জন করতে পারব। হুযুর আনোয়ারের উপস্থিতিতে ব্রিট্রিশ কলম্বিয়ার সর্ববৃহত মসজিদ নির্মাণ উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডাকে অভিনন্দন জানাতে পারা আমার জন্য এক মহৎ সম্মান।"

তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি নতুন আহমদীয়া মসজিদ পূর্বের তুলনায় বৃহত্তর ও আরও সুন্দর– এটি আপনাদের অসাধারণ অগ্রগতির এক স্পষ্ট প্রমাণ। এসব মসজিদ কেবল স্থাপত্য নয়; এগুলো এমন পবিত্র স্থান যেখানে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসা ও নিবেদনের বন্ধন গভীর করে। এই মসজিদও শান্তি ও আত্মিক উৎকর্ষের প্রতি আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রতীক। যারা এর নির্মাণে অবদান রেখেছেন, তারা আবারও ঈমান, দেশপ্রেম ও মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন– আপনারা যেন এই জাতি ও বিশ্বকে শান্তি ও ন্যায়ের পথে নেতৃত্ব দিয়ে যান।"

সংসদ সদস্য জিনি যোগিন্দেরা সিমসের ভাষণ

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মিসেস জিনি যোগিন্দেরা সিমস পরবর্তী বক্তা ছিলেন। তিনি 'আস সালামো আলাইকুম' বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেন: "এই মসজিদ নির্মাণকালে আমি প্রায়ই এর পাশ দিয়ে যেতাম এবং প্রতিবারই এর অগ্রগতি লক্ষ্য করতাম। আজ ভেতরে প্রবেশ করে আমি এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ। নদীর তীরে অবস্থিত এই মসজিদ ইবাদতের জন্য এক আদর্শ স্থান। এই মুহূর্ত আমাদের আহ্বান জানায়, কীভাবে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে পারি। আহমদিয়া মুসলিম জামা'আতের বার্তা–'সবার জন্য ভালোবাসা, কারো জন্য ঘৃণা নয়'– আমাদের সকলের জন্যই এক শিক্ষার উৎস। যদি আমরা এই বার্তা সত্যিকার অর্থে জীবনে ধারণ করি, তবে পৃথিবী আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য আরও সুন্দর ও সুস্থ হবে।"

তিনি সমাপ্তি টানেন এই প্রার্থনায়:

"আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে বসে যে মূল্যবোধের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করছি–তা যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করে একটি সহনশীল, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে। কানাডা যেন শান্তি ও মানবতার এক দৃষ্টান্ত হয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়–এই আমার কামনা। আমি এই মহিমান্বিত মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং হযূর আনোয়ারের হাতে একটি স্বীকৃতিপত্র উপস্থাপনের সম্মান লাভ করছি।"

(ক্রমশ.....)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir